১৪ ফেব্রুয়ারি
বিশ্ব ভালোবাসা দিবস

প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৫ ❖ ৮ - ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতিতে প্রত্যাশিত বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের টুকিটাকি

ত্রয়োদশ
জাতীয়
সংসদ
নির্বাচন

নি ক
বাংলাদেশ

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন : সংখ্যালঘুদের চোখে নতুন বাংলাদেশের প্রত্যাশা

পোপীয় বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের তিন সন্তান

ডোরা ডি'রোজারিও | মন্সিনিয়র গাব্রিয়েল কোড়াইয়া | রেবেকা কুইয়া

প্রেমের মাহাত্ম্য

"আমার জীবনের ঠিকানা তুমি যে
যাব না প্রভু আমি তোমায় ছেড়ে'
... অনন্ত বিশ্রাম দাও প্রভু তারে...

মহা প্রয়াণের ১৮টি বছর

সময়ের আবর্তে পূর্ণ হল আঠারোটি বছর। আজকের এই দিনটিতে তোমার চিরবিদায় আমরা শোকার্তচিত্তে ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। জগৎ সংসারে থাকাকালীন সময়ে তুমি আমাদের সবকিছু পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছ, ঈশ্বর ও তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর বাগান থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে স্বর্গের ফুলদানীতে সাজিয়ে রেখেছে। তোমার স্নেহ ভালোবাসায় ধন্য আমরা, প্রতিনিয়ত অনুভব করি তোমার শূন্যতা। স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সবাইকে আদর্শ, নমনীয় ও ক্ষমাশীল জীবন দান করেন এবং তোমাকে স্বর্গের অনন্ত শান্তি প্রদান করেন। তুমি আছ, থাকবে আমাদের ভালোবাসা হয়ে, অন্ধকারে আমাদের সুদিন হয়ে, প্রতিদিন।

পরম করুণাময় পিতা ঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্ত শান্তি ও শাশ্বত জীবন দান করুন।

শোকার্ত চিত্তে,
তোমারই আপনজনেরা

স্ত্রী : পুষ্প তেরেজা পেরেরা
বড় ছেলে : মিলিয়ন ইগ্নেসিয়াস পেরেরা
বড় বৌমা : সিন্ডি মার্থা পেরেরা
নাতনী : লিইয়া মারীয়া পেরেরা
ছোট ছেলে : রবি যোসেফ পেরেরা
ছোট বৌমা : টুইংকেল মার্গারেট পেরেরা

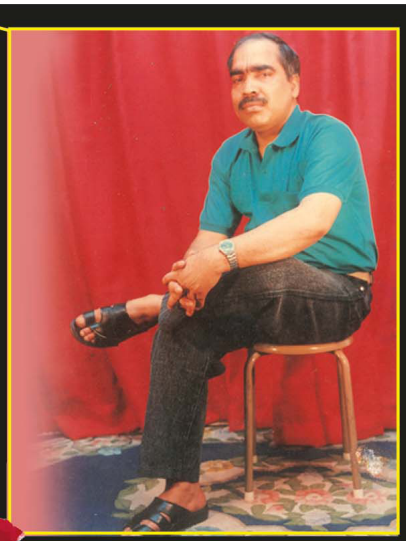

প্রয়াত রবীন জর্জ পেরেরা
জন্ম : ২৫ অক্টোবর, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
মঠবাড়ি ধর্মপল্লী, গাজীপুর।

বিশেষ ঘোষণা

সুপ্রিয় লেখক-পাঠক বন্ধুগণ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল লেখক/লেখিকা, পাঠক/পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী-শুভাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ জানাই। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে আপনারা আমাদের পাশে থেকে বিভিন্ন লেখা, বিজ্ঞাপন, পরামর্শ ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আপনাদের এই উদার মনোভাবের জন্য খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

২০২৬ খ্রিস্টবর্ষেও আপনাদের একই রকম সাহায্য-সহযোগিতা পাব বলে প্রত্যাশা করি। তাই নতুন বছরকে কেন্দ্র করে আপনাদের সুচিন্তিত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা আজই পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে।

আপনাদের গ্রহক চাঁদা পরিশোধ করে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'কে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি। উল্লেখ্য ২০২৬ খ্রিস্টাব্দেও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৪০০ টাকা মাত্র। - *সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

সুবর্ণ সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ

আপনি কি এবার ইস্টার পার্বণে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী?
তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন।

৫০ মিনিটের একটি স্ক্রিপ্ট তৈরী করতে হবে। এতে থাকবে: নাট্যাংশ, নাচ, গান ও বাণী।

নাট্যাংশে থাকবে :
- প্রভু যিশুর শিক্ষার আলোকে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট
- পবিত্র বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে নাটক (যিশুর যাতনাভোগ থেকে মৃত্যু ও পুনরুত্থান পর্যন্ত)
- স্ক্রিপ্ট আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি অথবা তার পূর্বে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

বি: দ্র: স্ক্রিপ্ট সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

পরিচালক
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ০৫
০৮ ফেব্রুয়ারি - ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
২৫ মাঘ - ০১ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

নির্বাচন, ভালোবাসা ও সেবার স্বীকৃতি: বিশ্বাসের আলোয় বাংলাদেশের মানবিক পথচলা

আমাদের জাতীয় জীবনে ফেব্রুয়ারি মাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভাষাশহীদের তাজা রক্তে ভেজা এ মাসে বাংলার মানুষ ভাষা ও রাষ্ট্র চেতনায় যেমনি উদ্দীপ্ত হয় তেমনি শ্রদ্ধা, সম্মান ও স্বীকৃতি দানেও প্রবুদ্ধ হয়। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসটি আমাদের জাতীয় জীবনে তাৎপর্যপূর্ণও বটে। আসলে একটি জাতির জীবনে কিছু সময় আসে, যখন রাষ্ট্র, সমাজ ও মানুষের অন্তর্লোক একই সঙ্গে কথা বলে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়টিও তেমনই এক সন্ধিক্ষণ। একদিকে ১২ ফেব্রুয়ারি আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ঘিরে মানুষের প্রস্তুতি, প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা; অন্যদিকে ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ; আর গত ২৪ জানুয়ারি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের তিনজন নিবেদিতপ্রাণ মানুষের প্রতি পোপীয় সম্মাননা–সব মিলিয়ে যেন আমাদের সমাজের মিশ্র মানবিক চিত্রটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

জাতীয় নির্বাচন শুধু একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া নয়; এটি মানুষের আশা-ভরসা, ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ও ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। ভোটের মাধ্যমে মানুষ কেবল প্রতিনিধি নির্বাচন করে না, বরং সে জানিয়ে দেয়–কেমন রাষ্ট্র, কেমন নেতৃত্ব ও কেমন মূল্যবোধ তারা চায়। তাই নির্বাচনকে ঘিরে মানুষের আগ্রহ, আলোচনা ও প্রস্তুতি আসলে দেশের প্রতি ভালোবাসারই প্রকাশ। একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন জনগণের সেই ভালোবাসাকে সম্মান জানায়, আর অনিয়ম ও সহিংসতা সেই ভালোবাসাকেই ক্ষতবিক্ষত করে। এই সময়ে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন–রাষ্ট্র পরিচালনা ক্ষমতার নয়, সেবার দায়িত্ব। যাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন, তাঁদের জন্য যিশুর এই বাণী বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক: "যে তোমাদের মধ্যে বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবকই হতে হবে" *(মথি ২০:২৬)*।

বিশ্ব ভালোবাসা দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় ভালোবাসা শুধু আবেগময় একটি শব্দ নয়; এটি বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু। পবিত্র বাইবেল স্পষ্ট করে বলে, "ঈশ্বরই ভালোবাসা" *(১ যোহন ৪:৮)*। পরিবারে বাবা-মা, সন্তান, আত্মীয়স্বজনের প্রতি ভালোবাসা যেমন ঈশ্বরপ্রদত্ত দায়িত্ব, তেমনি সমাজে প্রতিবেশি, সহনাগরিক এবং এমনকি রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রতিও সম্মান ও সহমর্মিতা দেখানো খ্রিস্টীয় বিশ্বাসেরই অংশ। যিশু বলেছেন, "তোমার প্রতিবেশিকে নিজের মতো ভালোবাসবে" (মথি ২২:৩৯)–এই নির্দেশনায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন এক হয়ে যায়। আত্মীয়স্বজনের প্রতি ভালোবাসা যেমন সমাজকে স্থিতিশীল করে, তেমনি রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত মানুষদের প্রতি সম্মান ও আস্থাও একটি সুস্থ গণতন্ত্রের ভিত্তি গড়ে তোলে। নাগরিকরা যখন দায়িত্বশীলভাবে রাষ্ট্রের ভালো চায়, আবার রাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্তরা যখন জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন, তখন সেই সম্পর্ক ভালোবাসা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক হয়ে ওঠে।

এই ভালোবাসা দিবস আমাদের কেবল ফুল, কার্ড বা শুভেচ্ছার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে শেখায় না; বরং প্রশ্ন তোলে–আমরা কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভালোবাসাকে সেবায় রূপ দিতে পারছি? দুর্বল, দরিদ্র, প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়ানো, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেওয়া, অন্যের কষ্টকে নিজের কষ্ট হিসেবে অনুভব করা–এসবই ভালোবাসার বাস্তব রূপ।

এই প্রেক্ষাপটেই ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের তিনজন ব্যক্তির পোপীয় সম্মাননা প্রাপ্তির ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই সম্মান কোনো ব্যক্তিগত গৌরবের বিষয় নয়; এটি দীর্ঘদিনের নীরব সেবা, ত্যাগ ও ভালো কাজের স্বীকৃতি। সমাজের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা মানুষদের প্রতি এই সম্মান আসলে সর্বসাধারণের হৃদয়ের ভাষা। মানুষ এখনো ভালো কাজকে মূল্যায়ন করতে জানে, সেবাকে সম্মান দিতে জানে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, সেবা ও ভালোবাসা আলাদা কিছু নয়। সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পায় মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে। যারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক উন্নয়ন কিংবা আধ্যাত্মিক পথে মানুষের পাশে থেকেছেন, তারা ক্ষমতার নয়–সেবার রাজনীতি করেছেন। পোপীয় সম্মাননা সেই সত্যটিকেই নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আজকের বাংলাদেশে তাই নির্বাচন, ভালোবাসা দিবস ও সেবার স্বীকৃতি–এই তিনটি ঘটনাই একটি মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক ও মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গড়ার আহ্বান রাখছে। যেখানে ভোট হবে দায়িত্বের প্রকাশ, ভালোবাসা হবে সম্পর্কের ভিত্তি, আর সেবা হবে নেতৃত্বের পরিচয়। †

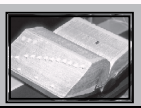

হাত বাড়িয়ে তিনি এই বলে তাকে স্পর্শ করলেন, 'হ্যাঁ, আমি চাই; তুমি শুচিকৃত হও। *(লুক ৫:১৩)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

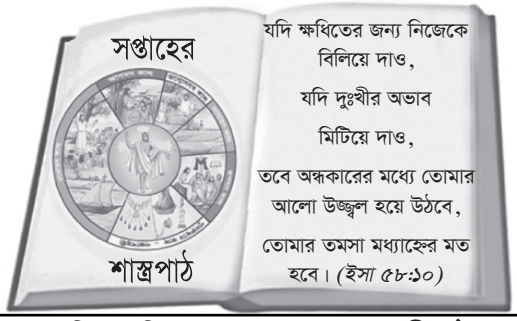

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ০৮ ফেব্রুয়ারি - ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

০৮ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
সাধারণকালের ৫ম রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
ইসা ৫৮: ৭-১০, সাম ১১২: ৪-৯, ১ করি ২: ১-৫, লুক ৫: ১৩-১৬

০৯ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
সাধারণকালের ৫ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
১ রাজা ৮: ১-৭, ৯-১৩, সাম ১৩২: ৬-৯, মার্ক ৬: ৫৩-৫৬

১০ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
সাধারণকালের ৫ম সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)
সাধ্বী স্কলাসটিকা, কুমারী, *স্মরণ দিবস*
১ রাজা ৮: ২২-২৩, ২৭-৩০, সাম ৮৪: ২-৪, ৯-১০, মার্ক ৭: ১-১৩

১১ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
সাধারণকালের ৫ম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
লুর্দের রাণী মারীয়া (বিশ্ব রোগী দিবস)
১ রাজা ১০: ১-১০, সাম ৩৭: ৫-৬, ৩০-৩১, ৩৯-৪০, মার্ক ৭: ১৪-১৫, ১৭-২৩ অথবা সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান ইসা ৬৬: ১০-১৪, সাম যুদিথ ১৩: ১৮-২০, যোহন ২: ১-১১

১২ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
সাধারণকালের ৫ম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
১ রাজা ১১: ৪-১৩, সাম ১০৬: ৩-৪, ৩৫-৩৭, ৪০, মার্ক ৭: ২৪-৩০

১৩ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
সাধারণকালের ৫ম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
১ রাজা ১১: ২৯-৩২ -- ১২: ১৯, সাম ৮১: ৯-১৪, মার্ক ৭: ৩১-৩৭

১৪ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
সাধারণকালের ৫ম সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
সাধু সিরিল, সন্ন্যাসী এবং সাধু মেথোডিউস, বিশপ, *স্মরণদিবস (ইউরোপের প্রতিপালক)* ১ রাজা ১২: ২৬-৩২ -- ১৩: ৩৩-৩৪, সাম ১০৬: ৬-৭, ১৯-২২, মার্ক ৮: ১-১০ (ভ্যালেন্টাইন্স ডে (বিশ্ব ভালবাসা দিবস)

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০৮ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৪৫ ব্রা. রোমেইন এল. লাফেরিয়ের, সিএসসি
+ ১৯৪৫ সি. এম. বার্ণার্ড, এসসিএমএম
+ ১৯৬০ ফা. স্তেফানো মনফ্রিনি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৪ সি. কন্সটান্টিনা কস্তা, সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০০১ ব্রা. আলেক্সান্দ্রো তাক্কা, এসএক্স

০৯ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ২০১৪ সি. মেরী ইমেল্ডা, এসএমআরএ (ঢাকা)

১০ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৬০ ফা. আগষ্টিন মাস্কারহেনাস, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৭ ফা. আন্তনী ওয়েবার, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৯ মাদার আগ্নেস, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৬ সি. কিয়ারা পিরিচ, এসসি (খুলনা)

১১ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৮৫ ফা. যাকোব দেশাই (ঢাকা)
+ ১৯৯৪ ফা. যোসেফ ভূর্তি, সিএসসি (ঢাকা)

১২ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯৮ সি. রোদল্‌ফা ওরনাগো, পিমে (দিনাজপুর)

১৩ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৫৭ ফা. মরিস জে. নরকার, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯১ সি. এম. চার্লস, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ সি. রেজিনা কুজুর, এসসি (দিনাজপুর)

১৪ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৫৫ ফা. পল জে. সি. সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ সি. আর্থার ফেরী, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ ফা. হেনরী রোজারিও, ওএমআই

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

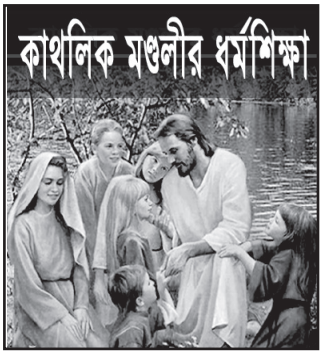

২১০৭ "নির্দিষ্ট কোন জনমণ্ডলীর বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক সংগঠনে কোন একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দেয়া হয়, তাহলে সকল নাগরিক ও সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকেও স্বীকৃতি এবং সম্মান দিতে হবে।"

২১০৮ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার বলতে ভুলকে আঁকড়ে থাকার নৈতিক অনুজ্ঞাপত্র অথবা ভুল করার অনুমিত অধিকার বুঝায় না। পক্ষান্তরে মানব ব্যক্তির নাগরিক স্বাধীনতার স্বাভাবিক অধিকার বুঝায়, অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত সীমাবদ্ধতার আওতায় ধর্মীয় ব্যাপারে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের বাহ্যিক চাপ থেকে স্বাধীনতা বুঝায়। সমাজের বিচার-ব্যবস্থায় এই স্বাভাবিক অধিকার এমনভাবে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত, যাতে তা নাগরিক অধিকার হয়ে উঠতে পারে।

২১০৯ কেবলমাত্র দৃষ্টবাদী বা প্রকৃতিবাদী অর্থে "সরকারী আদেশবলে" ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সীমাহীন অথবা সীমিত হতে পারে না। এর মধ্যে নিহিত "যথার্থ সীমা" সাধারণ মঙ্গলের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিটি সামাজিক পরিস্থিতির জন্য রাজনৈতিক বিচক্ষণতার দ্বারা নির্ধারিত হতে হবে এবং "বস্তুনিষ্ঠ নৈতিক বিধান-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আইনসম্মত নীতি" অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

বিশেষ ঘোষণা

নির্বাচনকালীন বন্ধ থাকার কারণে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পরবর্তী সংখ্যা (১৫-২১ ফেব্রুয়ারি) বন্ধ থাকবে। পরবর্তী সংখ্যা যথারীতি প্রকাশিত হবে।

- সম্পাদক
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি'র ভস্ম বুধবারের মধ্য দিয়ে তপস্যাকাল শুরু হচ্ছে। তাই তপস্যাকাল/প্রায়শ্চিত্তকালে আপনাদের সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও মতামত পাঠানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

এছাড়াও ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা এবং ছোটদের আঁকা ছবিও পাঠাতে পারেন।

আপনাদের লেখাগুলো অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের ১ সপ্তাহ পূর্বে পাঠানোর জন্য অনুরোধ রইল।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

১৩ ফেব্রুয়ারি, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি- এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। 'খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র' ও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি। - *সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

৩৪ তম বিশ্ব রোগী দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতার বাণী

"সামারীয় ব্যক্তির করুণা: অন্যের যন্ত্রণা বহন করে ভালোবাসা"

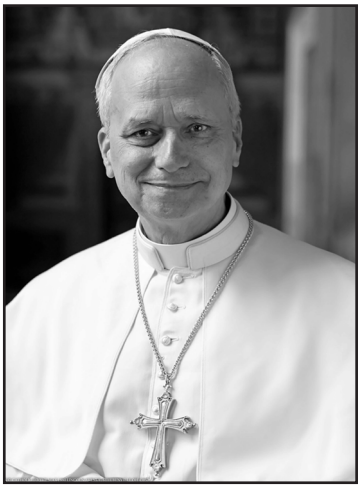

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

চৌত্রিশতম বিশ্ব রোগী দিবস ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে পেরুর চিকলায়ো শহরে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হবে। এই উপলক্ষে আমি আবারও উত্তম সামারীয়ের চরিত্র নিয়ে ভাবতে আহ্বান জানাতে চাই, কারণ তিনি ভালোবাসার সৌন্দর্য ও করুণার সামাজিক মাত্রা নতুন করে আবিষ্কারের জন্য সর্বদা প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য। এই চিন্তন আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দরিদ্র ও সকল কষ্টভোগী মানুষের দিকে, বিশেষত অসুস্থদের প্রতি।

আমরা সবাই সাধু লুকের মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত সেই হৃদয়স্পর্শী কাহিনী সম্পর্কে অবগত *(দ্র. লুক ১০:২৫-৩৭)*। যিশু একজন শাস্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে–যিনি জানতে চেয়েছিলেন কাকে তিনি তাঁর প্রতিবেশি হিসেবে ভালোবাসবেন–এই গল্পটি বলেন: জেরুশালেম থেকে জেরিখো যাওয়ার পথে এক ব্যক্তি দস্যুদের আক্রমণের শিকার হয়ে প্রায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। একজন যাজক ও একজন লেবীয় তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, কিন্তু এক সামারীয় তার প্রতি করুণা দেখায়, তার ক্ষত বেঁধে দেয়, তাকে একটি সরাইখানায় নিয়ে যায় এবং তার সেবাযত্নের ব্যবস্থা করে। আমি এই বাইবেলীয় অংশটি আমার প্রিয় পূর্বসূরি পোপ ফ্রান্সিস রচিত সর্বজনীন পত্র ভ্রাতৃসকল (Fratelli Tutti) এর আলোকে ধ্যান করব বলে বেছে নিয়েছি। সেখানে প্রয়োজনমুখী মানুষের প্রতি করুণা ও দয়া কেবল ব্যক্তিগত উদ্যোগে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত হয়–আমাদের দরিদ্র ভাই-বোনদের সঙ্গে, তাদের সেবাকারীদের সঙ্গে এবং চূড়ান্তভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে, যিনি আমাদের তাঁর ভালোবাসা দান করেন।

১. সাক্ষাতের উপহার: ঘনিষ্ঠতা ও উপস্থিতি দেওয়ার আনন্দ

আমরা দ্রুততা, তাৎক্ষণিকতা ও তাড়াহুড়োর এক সংস্কৃতির মধ্যে বাস করি– "বর্জন" ও উদাসীনতার একটি সংস্কৃতি, যা আমাদের পথ চলার মাঝে থেমে আশপাশের দুঃখ ও প্রয়োজনকে চিনে নিতে বাধা দেয়। উপমা কাহিনীতে দেখা যায়, সামারীয় ব্যক্তি আহত মানুষটিকে দেখে "পাশ কাটিয়ে যায়নি"। বরং তিনি খোলা ও মনোযোগী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিলেন–যিশুর দৃষ্টির মতো–যা তাকে মানবিক ও করুণাময় ঘনিষ্ঠতায় কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। সামারীয় ব্যক্তি "থেমে গেলেন, তার কাছে এগিয়ে গেলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তার যত্ন নিলেন, এমনকি নিজের অর্থ ব্যয় করেও তার প্রয়োজন মেটালেন... সর্বোপরি, তিনি তাকে তাঁর সময় দিলেন।" যিশু কেবল আমাদের শেখান না যে, কে আমাদের প্রতিবেশি, বরং কীভাবে আমরা প্রতিবেশি হয়ে উঠতে পারি–অর্থাৎ কীভাবে আমরা অন্যের কাছে এগিয়ে যেতে পারি। এই প্রসঙ্গে আমরা সাধু আগস্টিনের সঙ্গে বলতে পারি, প্রভু এখানে দেখাতে চাননি আহত ব্যক্তির প্রতিবেশি কে ছিল, বরং তিনি কাদের কাছে প্রতিবেশি হয়ে উঠবেন তা বোঝাতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, কেউই সত্যিকারের প্রতিবেশি নয় যতক্ষণ না সে স্বেচ্ছায় অন্যের কাছে এগিয়ে যায়। সুতরাং, যিনি করুণা দেখিয়েছেন, তিনিই প্রতিবেশি হয়েছেন।

ভালোবাসা নিষ্ক্রিয় নয়; ভালবাসা অন্যের দিকে এগিয়ে যায়। প্রতিবেশি হওয়া শারীরিক বা সামাজিক নিকটতার ওপর নির্ভর করে না, বরং ভালোবাসার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। এই কারণেই খ্রিস্টানরা খ্রিস্টের উদাহরণ অনুসরণ করে যন্ত্রণাভোগীদের প্রতিবেশি হয়ে ওঠে, যিনি প্রকৃত ঐশরিক সামারীয় এবং যিনি আহত মানবজাতির কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। এগুলো কেবল দাতব্য কাজ নয়; বরং এমন চিহ্ন, যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, অন্যের কষ্টে অংশগ্রহণ মানে নিজেকে দান করা। এর অর্থ কেবলমাত্র প্রয়োজন পূরণে থেমে না থেকে, আমাদের নিজস্ব অস্তিত্বকেই উপহারের অংশ করে তোলা। এই ধরনের ভালোবাসা অবশ্যই খ্রিস্টের সঙ্গে সাক্ষাতের দ্বারা পুষ্ট হয়, যিনি ভালোবাসার কারণে নিজেকে আমাদের জন্য উৎসর্গ করেছেন। সাধু ফ্রান্সিস এটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিলেন যখন তিনি কুষ্ঠরোগীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন: "প্রভু নিজেই আমাকে তাদের মাঝে নিয়ে গিয়েছিলেন," কারণ তাদের মধ্য দিয়ে তিনি ভালোবাসার মধুর আনন্দ আবিষ্কার করেছিলেন।

সাক্ষাতের এই উপহার যিশুখ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের ঐক্য থেকে প্রবাহিত হয়। আমরা তাঁকে সেই উত্তম সামারীয় হিসেবে চিনে নেই, যিনি আমাদের চিরন্তন মুক্তি এনে দিয়েছেন, এবং আমরা যখন কোনো আহত ভাই বা বোনের কাছে পৌঁছাই, তখন তাঁকেই উপস্থিত করি। সাধু আম্ব্রোজ বলেছেন, "যেহেতু যিনি আমাদের ক্ষত সারিয়েছেন, তাঁর চেয়ে সত্যিকারের প্রতিবেশি আর কেউ নয়; তাই আসুন, আমরা তাঁকে প্রভু হিসেবেও এবং প্রতিবেশি হিসেবেও ভালোবাসি কারণ মাথার কাছে দেহের চেয়ে ঘনিষ্ঠ আর কিছু নেই; আসুন, আমরা তাদেরও ভালোবাসি যারা খ্রিস্টকে অনুকরণ করে; যারা অন্যদের দারিদ্র্যতার কারণে কষ্ট ভোগ করে, দেহের ঐক্যের খাতিরে"। "একজনের মধ্যে এক হওয়া"–নিকটতা, উপস্থিতি এবং ভালোবাসার আদান-প্রদানের মাধ্যমে–সাধু ফ্রান্সিসের মতো প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের মধুরতায় আনন্দ করা।

২. অসুস্থদের সেবায় যৌথ প্রেরণকাজ

সাধু লুক আরও বলেন যে সামারীয় ব্যক্তি "করুণা তাড়িত হয়েছিলেন।" এই অর্থে করুণা হলো এক গভীর অনুভূতি, যা আমাদের কাজ করতে বাধ্য করে। এটি অন্তর থেকে উৎসারিত হয়ে অন্যের কষ্টের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাড়ায় পরিণত হয়। এই উপমা কাহিনীতে করুণা হলো সক্রিয় ভালোবাসার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; এটি তাত্ত্বিক বা কেবল আবেগপ্রবণ নয়, বরং বাস্তব কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সামারীয় ব্যক্তি ঐ আহত লোকটির কাছে গিয়েছিলেন, ক্ষত সেবা করেছিলেন, দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং যত্নের ব্যবস্থা করেছিলেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো, তিনি একা কাজ করেননি: "সামারীয় ব্যক্তি এমন একজন সরাইখানার মালিককে খুঁজে পেয়েছিলেন যিনি লোকটির যত্ন নেবেন; আমরাও এমন একটি পরিবার হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হতে আহূত, যা ছোট ছোট ব্যক্তিগত সদস্যদের যোগফলের চেয়েও শক্তিশালী।"

পেরুতে মিশনারি ও বিশপ হিসেবে আমার অভিজ্ঞতায়, আমি অনেককে দেখেছি যারা সামারীয় ও সরাইখানার মালিকের চেতনায় দয়া ও সহমর্মীতা প্রদর্শন করেন। পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশি, স্বাস্থ্যকর্মী, অসুস্থদের পালকীয় সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা এবং আরও অনেকেই পথে থেমে প্রয়োজনমুখী মানুষের কাছে এগিয়ে যান, তাদের নিরাময় করেন, সমর্থন করেন ও সঙ্গ দেন। তাদের যা আছে তা দিয়ে করুণাকে সামাজিক মাত্রা প্রদান করেন। সম্পর্কের এক জালের মধ্যে ঘটে যাওয়া এই অভিজ্ঞতা নিছক ব্যক্তিগত অঙ্গীকারকে অতিক্রম করে। এই কারণেই প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র Dilexi Te-(দরিদ্রদের প্রতি ভালোবাসা) তে আমি অসুস্থদের সেবাকে কেবল মণ্ডলীর প্রেরণকাজের একটি "গুরুত্বপূর্ণ অংশ" নয়, বরং একটি প্রকৃত "মাণ্ডলিক কর্ম" হিসেবে উল্লেখ করেছি (নং ৪৯)। সমাজের স্বাস্থ্য পরিমাপের এক মানদণ্ড হিসেবে এই দিকটি বোঝাতে আমি সাধু সিপ্রিয়ানের উদৃতি দিয়েছি "এই মহামারি ও ব্যাধি, যা এত ভয়াবহ ও প্রাণঘাতী বলে মনে হয়, তা প্রত্যেকের ধার্মিকতা যাচাই করে... দেখে যে সুস্থরা অসুস্থদের সেবা করে কি না; আত্মীয়রা আন্তরিকভাবে একে অপরকে ভালোবাসে কি না; গুরু তাদের অসুস্থ দাসদের প্রতি করুণা দেখায় কি না; চিকিৎসকেরা সাহায্যের জন্য আকুতি জানানো রোগীদের পরিত্যাগ করে কি না।"

"এক ঈশ্বরের মধ্যে এক হওয়া" মানে সত্যিকারভাবে স্বীকার করা যে, আমরা একটি একক দেহের অঙ্গ, যা সকল মানুষের দুঃখের মাঝে প্রভুর করুণা বহন করে–প্রত্যেকে আমাদের নিজ নিজ আহ্বান অনুযায়ী। তদুপরি, যে ব্যথা আমাদের করুণার দিকে চালিত করে তা কোনো অপরিচিতের ব্যথা নয়; এটি আমাদের নিজ দেহের এক অঙ্গের ব্যথা, যার প্রতি আমাদের মস্তক খ্রিস্ট সকলের মঙ্গলের জন্য মনোযোগ দিতে আদেশ করেন। এই অর্থে, আমাদের সেবা খ্রিস্টের নিজস্ব যন্ত্রণার সঙ্গে একীভূত হয় এবং খ্রিস্টীয় চেতনায় উৎসর্গীত হলে, সকলের ঐক্যের জন্য ত্রাণকর্তার প্রার্থনার পরিপূর্ণতা ত্বরান্বিত করে।

৩. সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা দ্বারা চালিত হয়ে–নিজেদের ও প্রতিবেশির সঙ্গে সাক্ষাৎ

"তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালোবাসবে; এবং তোমার প্রতিবেশিকেও নিজের মতো ভালোবাসবে" *(লুক ১০:২৭)* ভালোবাসার এই দৈত আদেশে আমরা ঈশ্বরপ্রেমের প্রাধান্য ও মানবিক ভালোবাসা ও সম্পর্কের প্রতিটি মাত্রায় তার সরাসরি প্রভাবকে স্বীকার করে নিই। "প্রতিবেশির প্রতি ভালোবাসা হলো ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসার সত্যতার দৃশ্যমান প্রমাণ, যেমন প্রেরিতশিষ্য যোহন সাক্ষ্য দেন: 'কেউ কখনো ঈশ্বরকে দেখেনি; যদি আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি, তবে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বাস করেন, আর তাঁর ভালোবাসা আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণতা পেয়েছে... ঈশ্বরই ভালোবাসা, আর যারা ভালোবাসায় বাস করে তারা ঈশ্বরের মধ্যে বাস করে আর ঈশ্বরও তাদের মধ্যে বাস করেন" *(১ যোহন ৪:১২, ১৬)*। যদিও এই ভালোবাসার লক্ষ্য ভিন্ন–ঈশ্বর, প্রতিবেশি ও নিজে এবং ভিন্ন প্রকাশ হিসেবে বোঝা যেতে পারে, তবু এগুলো মৌলিকভাবে অবিচ্ছেদ্য। ঐশরিক ভালোবাসার প্রাধান্য বোঝায় যে মানবিক কাজ স্বার্থ বা পুরস্কারের জন্য নয়, বরং এমন এক ভালোবাসার প্রকাশ, যা আচারগত নিয়মকে অতিক্রম করে এবং সত্যিকারের উপাসনায় রূপ নেয়। প্রতিবেশির সেবা করা মানে কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বরকে ভালোবাসা।

এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নিজেদের ভালোবাসার প্রকৃত অর্থও বুঝতে সাহায্য করে। এর মানে হলো সাফল্য, পেশা, সামাজিক মর্যাদা বা পারিবারিক পটভূমির মতো পার্থিব মানদণ্ডের ওপর আত্মমর্যাদা গড়ার চেষ্টা পরিত্যাগ করা এবং ঈশ্বর ও প্রতিবেশির সামনে আমাদের যথাযথ অবস্থান পুনরুদ্ধার করা। পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট বলেছেন, "আধ্যাত্মিক সত্তা হিসেবে মানুষ আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত হয়। সে যত বেশি অকৃত্রিমভাবে এই সম্পর্কের মধ্যে জীবন যাপন করে, তার ব্যক্তিগত পরিচয় তত বেশি পরিপক্ব হয়। মানুষ বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে নিজের মূল্য প্রতিষ্ঠা করে না, বরং অন্যদের ও ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই তা করে থাকে।"

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, "মানবতার ক্ষতগুলোর প্রকৃত প্রতিকার হলো ভ্রাতৃপ্রেমভিত্তিক এক জীবনধারা, যার মূল ঈশ্বরপ্রেমে নিহিত।" আমি আন্তরিকভাবে আশা করি, আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনধারা সবসময় এই ভ্রাতৃসুলভ, "সামারীয়" চেতনাকে প্রতিফলিত করবে–স্বাগতপূর্ণ, সাহসী, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও সহায়ক–যা ঈশ্বরর সঙ্গে আমাদের ঐক্য ও যিশু খ্রিস্টে আমাদের বিশ্বাসে প্রথিত। এই ঐশরিক ভালোবাসায় প্রজ্বলিত হয়ে আমরা নিশ্চয়ই সকল কষ্টভোগীর কল্যাণে নিজেদের দান করতে পারব, বিশেষ করে আমাদের অসুস্থ, প্রবীণ ও ক্লিষ্ট ভাই-বোনদের জন্য।

আসুন আমরা রোগীদের স্বাস্থ্য ধন্যা কুমারী মারীয়ার কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি সকল কষ্টভোগী ও করুণার প্রয়োজন থাকা মানুষকে সাহায্য করেন সান্ত্বনা ও শ্রবণকারী হৃদয়ের মাধ্যমে। অসুস্থতা ও যন্ত্রণায় থাকা মানুষের জন্য পরিবারে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত এই প্রাচীন প্রার্থনার মাধ্যমে আসুন আমরা তাঁর মধ্যস্থতা প্রার্থনা করি:

হে মধুর জননী, আমাকে ত্যাগ করো না।
আমার থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না।
প্রতিটি মুহূর্তে আমার সঙ্গে চলো
এবং আমাকে কখনো একা ছেড়ে যেও না।
তুমিই তো সর্বদা আমাকে রক্ষা করে থাকো
একজন সত্যিকারের মায়ের মতো,
আমার জন্য পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার আশীর্বাদ এনে দাও।

আমি সকল অসুস্থ ব্যক্তি, তাদের পরিবার এবং যারা তাদের সেবা করেন–স্বাস্থ্যকর্মী ও পালকীয় কর্মীদের–প্রতি আমার প্রৈরিতিক আশীর্বাদ আন্তরিকভাবে প্রদান করছি; এবং বিশেষভাবে এই বিশ্ব অসুস্থ দিবসে অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি।

ভাটিকান থেকে, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

পোপ চতুর্দশ লিও

ভাষান্তর: ফাদার তুষার জেমস গমেজ।

পোপীয় সম্মাননায় ভূষিত ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের তিন সন্তান

ভূমিকা: ২০২৬ খ্রিস্টাব্দটি মনে হচ্ছে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের জন্য অতি আনন্দের ও আশীর্বাদের একটি বছর। কারণ এ বছর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্য অনেকজন মনোনীত সেবক/সেবিকা পেয়েছে। এ মহাধর্মপ্রদেশের খ্রিস্টভক্তগণ, উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিবর্গ বা সন্ন্যাসব্রতীগণ এবং যাজকবর্গ একসাথে ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারকল্পে কাজ করে চলেছেন। দেহরূপ মণ্ডলীর অংশ হিসেবে একেকজন একেকভাবে সেবায় নিয়োজিত আছেন। সেবাকাজ ও সেবার জীবনকে মণ্ডলী সম্মান জানানোর সাথে সাথে স্বীকৃতিও দান করে। এই প্রেক্ষাপটে পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও ঢাকা আর্চডায়োসিসের ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়াকে 'মন্সিনিয়র' এবং মিস. ডোরা ডি'রোজারিও, ওসিভি (অর্ডার অফ কনসিক্রেটেড ভার্জিন) Croce Pro Ecclesia et Pontifice এবং মিসেস রেবেকা কুইয়াকে বেনেমেরেন্টি পদক প্রদান করেন।

মন্সিনিয়র কাথলিক মণ্ডলীতে পোপ স্বীকৃত একটি বিশেষ সম্মানজনক উপাধি যা তাদের উচ্চ মর্যাদা নির্দেশ করে। এছাড়া বেনেমেরেন্টি মেডেল (Benemerenti Medal) হলো কাথলিক মণ্ডলীতে সেবার জন্য পোপ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সম্মানসূচক পদক। যারা ব্রতীয় জীবন গ্রহণ না করেও ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত বা মণ্ডলীর সেবায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; তাদেরকে এই পদ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়। কিন্তু কাথলিক মণ্ডলী অনেক খ্রিস্টভক্তরা আছেন যারা এই সম্মাননা বা উপাধির বিষয়ে বিশেষ অবগত নন; তাই এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা পোপ কর্তৃক প্রদত্ত মন্সিনিয়র পদ ও বেনেমেরেন্তি পদক এবং উপরোক্ত সম্মাননাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জীবন ও অনুভূতি তুলে ধরছি।

মন্সিনিয়র (Monsignor) পদ: মন্সিনিয়র ইতালীয় শব্দ 'monsignore' (মনসিগনোরে) থেকে এসেছে, যার অর্থ 'আমার প্রভু' বা "মহাশয়"। এটি কাথলিক মণ্ডলীতে কিছু নির্দিষ্ট পদে থাকা পুরোহিতদের জন্য দেওয়া একটি সম্মানসূচক উপাধি, যা পোপ কর্তৃক প্রদত্ত এবং এটি তাদের উচ্চ মর্যাদা ও বিশেষ দায়িত্বকে নির্দেশ করে, অনেকটা "আমার প্রভু" (my Lord) বোঝানোর মতো। এটি মাণ্ডলিক প্রশাসনের মধ্যে থাকা পুরোহিতদের জন্য একটি সম্মানসূচক স্বীকৃতি, যা একজন পুরোহিতের পদমর্যাদা বাড়ায়, কিন্তু তিনি বিশপ বা কার্ডিনালের মতো উচ্চ পদাধিকারী নন; এটি মূলত পোপের দেওয়া সম্মানসূচক উপাধি। সাধারণত পোপ এই উপাধি দেন, যা প্রায়শই স্থানীয় বিশপের সুপারিশে দেওয়া হয়। এই উপাধিপ্রাপ্ত পুরোহিতরা বিশেষ পোশাক পরার অধিকার এবং সম্মানসূচক সম্বোধন পেয়ে থাকেন। ধর্মপ্রদেশে বা রোমান কিউরিয়ার (কাথলিক মণ্ডলীর কেন্দ্রীয় প্রশাসন) মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী পুরোহিতদের এই উপাধি দেওয়া হয়। সংক্ষেপে, মন্সিনিয়র একটি সম্মাননা, যা পোপ কর্তৃক পুরোহিতদের দেওয়া হয় তাদের সেবা ও মর্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ, যা তাদের একটি বিশেষ সম্মানসূচক মর্যাদা প্রদান করে।

মন্সিনিয়র গাব্রিয়েল কোড়াইয়া'র সংক্ষিপ্ত জীবনী: মন্সিনিয়র গাব্রিয়েল কোড়াইয়া ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর অন্তর্গত রাজাসন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বর্তমান বয়স ৬৯ বৎসর। তার পিতামাতা হলেন প্রয়াত যোসেফ কোড়াইয়া ও তেরেজা রোজারিও। ৫ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে তিনি সপ্তম সন্তান। তাঁর পিতামাতা খুবই ধার্মিক মানুষ ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই মন্সিনিয়র গাব্রিয়েল খুব ধার্মিক ও ভাল ছাত্র ছিলেন। তিনি সেন্ট যোসেফস্ প্রাইমারী স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা এবং সেন্ট যোসেফস্ হাইস্কুল, ধরেন্ডা থেকে এসএসসি পাশ করে সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। নটর ডেম কলেজ থেকে আইএ ও বিএ পাশ করার পর তিনি পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী থেকে দর্শন শাস্ত্র ও ঐশ তত্ত্বে পড়াশোনা করেন। এছাড়া ইতালী থেকে উপাসনা বিষয়ে লাইসেন্সসিয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮ মে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে রমনা ক্যাথিড্রালে বিশপ থিওটোনিয়াস কর্তৃক পরিসেবক পদে এবং ১৯ নভেম্বর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে পোপ ২য় জন পল কর্তৃক যাজক পদে অভিষিক্ত হন।

যাজকীয় জীবনে তিনি নানাবিধ সেবাদায়িত্ব পালন করেছেন। তবে মন্সিনিয়র গাব্রিয়েল কোড়াইয়া দীর্ঘ সময় বিভিন্ন সেমিনারীতে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনজন আর্চবিশপের (আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা, কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও এবং আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ) দায়িত্ব পালনকালে তিনি ভিকার জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার যাজকীয় সেবাদায়িত্বের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- নাগরী ধর্মপল্লীতে, সহকারী পালপুরোহিত; তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে, সহকারী পালপুরোহিত; বান্দুরা সেমিনারীর পরিচালক; তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে, পালপুরোহিত; সেন্ট যোসেফস্ সেমিনারী, রমনা, পরিচালক; পবিত্র আত্মার উচ্চ সেমিনারীর পরিচালক; তেজগাঁও ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত; রমনা ক্যাথিড্রালের পালপুরোহিত ও ভিকার জেনারেল; সাধু আন্তনীর তীর্থস্থানে চ্যাপলেইন; শোলপুর ধর্মপল্লীতে সহকারী পালপুরোহিত; সিলেট ধর্মপ্রদেশে মিশনারী যাজক; ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল'সহ বহু বৎসর আর্চবিশপ মহোদয়গণের মন্ত্রনা পরিষদের সদস্য হিসাবে সেবা দিয়েছেন। তিনি কারিতাস বাংলাদেশের চ্যাপলেইন ছিলেন এবং বর্তমানে কারিতাস বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন।

পালকীয় জীবনে মন্সিনিয়র গাব্রিয়েল কোড়াইয়া খুবই সুন্দর মনের মানুষ। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিধায় তিনি পবিত্রভাবে যাজকীয় সেবাদায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি একজন প্রার্থনাশীল এবং বন্ধুসুলভ মনোভাবের যাজক। ধর্মপ্রদেশের বিশপ এবং মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের প্রতি তিনি খুবই অনুগত। যে কোন বয়সের মানুষের সাথে আনন্দপূর্ণ চিত্তে মিশতে ও জীবনযাপন করতে পারেন। প্রয়োজনের তাগিদে যে কোন দায়িত্ব গ্রহণে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন না। নিজের উদ্যোগে দীন-দরিদ্র, প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের পাশে থেকে সেবাকাজ করার অভিপ্রায় নিয়ে বেশ কয়েক বৎসর সিলেট ধর্মপ্রদেশে মিশনারী যাজক হিসাবে সেবা দিয়ে গেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে মন্সিনিয়র গাব্রিয়েল খুবই আন্তরিক, বিনম্র, কঠোর পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী ও নীরব কর্মী। তিনি একজন দায়িত্ববান ও আস্থাশীল মানুষ। নিজের ও মণ্ডলীর সুনাম ক্ষুণ্ন হয় এ ধরণের কাজ থেকে সর্বদাই তিনি বিরত থেকেছেন। এছাড়া তিনি একজন উত্তম শ্রোতা ও পরামর্শদাতা। খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও মণ্ডলীর শিক্ষা প্রচারে তিনি সদা তৎপর। অসুস্থতার সময়ও তিনি মণ্ডলীর সেবাকাজ বিশ্বস্তভাবে সম্পন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। উপাসনা বিষয়ক পড়াশোনা করায় বেশ কয়েক বৎসর তিনি ধর্মপ্রদেশের 'মাস্টার অব সিরেমনী'র দায়িত্ব

বিশ্বস্তভাবে সম্পন্ন করেছেন। মন্সিনিয়র গাব্রিয়েল এই বিষয়গুলো সর্বদাই তার যাজকীয় জীবনে প্রাধান্য দিয়েছেন। পোপ চতুর্দশ লিও তাঁকে মন্সিনিয়র সম্মানে ভূষিত করেছেন। একই সঙ্গে মন্সিনিয়র গাব্রিয়েল কোড়াইয়া পোপ মহোদয়ের একজন চ্যাপলেইন মনোনীত হয়েছেন।

সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রালে মন্সিনিয়রের পোষাক গ্রহণের দিনে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করে মন্সিনিয়র গাব্রিয়েল কোড়াইয়ার বলেন, আমার সাধনা, ধ্যান এবং সেবা কাজের মাধ্যমে যে আশীর্বাদ পেয়ে যাচ্ছি তারই প্রতিদান আজ আমি পেয়েছি। ঈশ্বরের যে আশীর্বাদ পেয়েছি তা আমার জীবনে মূলধন মনে করে প্রৈরিতিক সেবা কাজে এগিয়ে যাচ্ছি। আমার জীবনে অনেক উত্থান-পতন ও প্রলোভন এসেছে কিন্তু আমি ঈশ্বরের দয়া, আশীর্বাদ ও ভালোবাসা প্রতিনিয়ত অনুভব করি। কিন্তু আজকে যে সম্মাননা আমাকে দেওয়া হয়েছে তা আমার কাছে খুবই বেমানান মনে হচ্ছে, কারণ যিশু আমাকে তার নম্র মেষ হওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু আজকে যে সম্মাননা ও পদক দেওয়া হয়েছে তা মণ্ডলীর কাছ থেকে পেয়েছি। সকল দুর্বলতার মধ্যেও যে সকল ভালো কাজগুলো আমি করেছি তা মন্সিনিয়র পদের মধ্যদিয়ে মণ্ডলী আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই আজকে এই বিশেষ দিনে ধন্যবাদ জানাই পোপ চতুর্দশ লিও এবং বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর সকলকে যাদের আশীর্বাদ ও ভালোবাসায় আজ আমি মন্সিনিয়র হলাম।

ক্রচে প্রো এক্লেসিয়া এত্ পনত্তিফিচে (Croce Pro Ecclesia et Pontifice): এটি একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ মণ্ডলী ও পোপের জন্য। কাথলিক মণ্ডলীর প্রতি অসামান্য সেবাকাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা পদকটি সাধারণত খ্রিস্টভক্ত ও যাজকদের দেওয়া হয়। পোপীয় সর্বোচ্চ সম্মাননাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো ক্রচে প্রো এক্লেসিয়া এত্ পনত্তিফিচে। পদকের সম্মুখভাগে প্রেরিতদূত পিতর ও পলের প্রতিচ্ছবি অংকিত থাকে।

Croce Pro Ecclesia et Pontifice পদকপ্রাপ্ত শ্রদ্ধেয়া ডোরা ডি'রোজারিও-এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

গোল্লা ধর্মপল্লীর অন্তর্গত পাদ্রীকান্দা গ্রামের প্রয়াত যোসেফ ডি'রোজারিও এবং প্রয়াত এলিজাবেথ জুলিয়েট ডি'রোজারিও-এর সন্তান ডরোথী ডোরা ডি'রোজারিও। তাঁরা ৩ বোন এবং ১ ভাই। বর্তমান তাঁর বয়স ৭৫ বৎসর। ছোটবেলা থেকেই তিনি তার বাবার প্রেরণায় ধর্মপল্লীর যে কোন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে চেষ্টা করতেন। এসএসসি পাশ করার পর থেকেই তিনি গোল্লাতে শিক্ষকতা শুরু করেন। কয়েক বৎসর পর তিনি ধর্মীয় জীবনে প্রবেশের প্রেরণা উপলব্ধি করেন। ফাদার আলফ্রেড ন্যাফ সিএসসি-এর সহায়তায় তিনি এলএইচসি ধর্মসংঘে যোগদান করে এসপাইরেন্সি, পস্টোল্যান্সি ও নভিসিয়েট সম্পন্ন করেন। অসুস্থতার কারণে তাঁর প্রথম ব্রতগ্রহণ অনুষ্ঠান তিন মাস পিছিয়ে যায়। তাকে একটা ধর্মপল্লীতে পালকীয় অভিজ্ঞতার জন্য পাঠানো হয়। এ সময় হঠাৎ ধর্মসংঘটির গঠনগৃহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অন্যান্যদের সাথে তাকেও বাড়িতে ফিরে আসতে হয়। তিনি তাঁর পড়াশোনা চালিয়ে যান। চট্টগ্রাম সিটি কলেজ থেকে আইএ ও বিএ এবং ঢাকা টিচার্স কলেজ থেকে বিএড পাশ করেন। তাছাড়া বোম্বেতে ৯ মাস ব্যাপী বাইবেল কোর্স করেন। ইতালি থেকে ২ বৎসর পড়াশোনা করে ডিপ্লোমা ডিগ্রী নেন। পড়াশোনা শেষ করে তিনি সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করতে থাকেন। খ্রিস্টান নেতা নেত্রীদের সাথে তিনি ৩ মাসব্যাপী একটা নবায়ন কোর্সে অংশগ্রহণ করে নির্জন ধ্যান পরিচালনার কাজ শুরু করেন। একটা প্রশ্ন তাঁর অন্তরে সব সময় ছিল- "ধর্মব্রতীনি না হয়েও কিভাবে আমি মণ্ডলীকে সেবা করতে পারি বা ঈশ্বরের কাজে ব্যাপৃত থাকতে পারি?" বোম্বে থেকে একটা দল আসে বাংলাদেশে নবায়ন কোর্স পরিচালনার জন্য এবং সেকুলার ইন্সিটিউট সম্পর্কে ধারণা দিতে। কয়েকজন উৎসাহী নারীদের সাথে ডোরা ডি'রোজারিও কোর্সে যোগদান করেন।

মিস ডোরা ডি'রোজারিও সব সময়ই মণ্ডলীর সাথে সম্পৃক্ত থেকে সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন। রোমে পড়াশুনার পর ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি ক্যারেজম্যাটিক দলের সাথে যুক্ত হয়ে শুরু থেকেই সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সিস্টার মিরিয়াম আরএনডিএম-এর সাথে যুক্ত হয়ে তিনি ক্যারেজম্যাটিক প্রার্থনা পরিচালনা, আশ্রম জীবন সহভাগিতা, পরামর্শ প্রদান, সেমিনার, নির্জন ধ্যান পরিচালনা কাজে জড়িত আছেন। বিভিন্ন গঠনগৃহে তিনি এখনও শিক্ষা দান করে আসছেন। তাঁর পুণ্য সেবাকাজের ফলে বেশ কয়েকটি পরিবার নিশ্চিত ভাঙ্গন থেকে রক্ষা পেয়েছে। অনেক সেমিনারীয়ান ও ব্রতধারীনিগণ আবার ধর্মীয় জীবনে উৎসাহ পেয়েছেন। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিল ও কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা বাংলায় অনুবাদ সহ অনেক অনুবাদের কাজে জড়িত আছেন। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী-সহ বিভিন্ন সাময়িকীতে অনেক আধ্যাত্মিক বিষয় লিখে যাচ্ছেন। প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রার্থনা ও ধ্যানে প্রচুর সময় ব্যয় করেন। তাঁর সুন্দর আদর্শ দিয়ে তিনি মণ্ডলীকে আন্তরিকভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। পোপ চতুর্দশ লিও ডোরা ডি'রোজারিও'কে Croce Pro Ecclesia et Pontifice সম্মানে ভূষিত করেছেন।

পোপীয় Croce Pro Ecclesia et Pontifice সম্মাননা প্রাপ্তিতে মিস ডোরা ডি'রোজারিও তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, আমার জীবনে প্রভুর একটি বাণী সবসময় অনুভব করি, আর সেটা হলো, প্রভু যিশু তোমার গৃহে আমি যেন সারা জীবন বাস করে যেতে পারি (সাম ২৭)। তিনি আরো বলেন, আমি যদি আমার সব কিছু পিতা ঈশ্বরের কাছে সমর্পন করি তাহলে পবিত্রাত্মার শক্তি আমি অনুভব করি। আমি কন্সিক্রেটেড ভার্জিন। আমরা যারা মণ্ডলী সেবার জন্য ব্রতীয় জীবনে না থেকে চিরকুমারীত্ব লাভ করি। আমরা বিশ্বে প্রায় ৭০টি দেশে আছি। আমরা বিশপের হাত ধরে নিজেদের কুমারীত্বের দায়িত্ব নিয়ে মণ্ডলীর সেবা কাজে নিয়োজিত হই। বিশপ থিউটোনিয়াস আমাকে সাহায্য করেছেন একটি সংঘ তৈরি করার জন্য। আমরা এই সংঘে বর্তমানে ৫ জন আছি। আমাদের সংঘের নাম হলো অর্ডার অব কন্সিক্রেটেড ভার্জিন বা নিবেদিত চিরকুমারী। মিস ডোরা বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী ও পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান তাঁকে Croce Pro Ecclesia et Pontifice সম্মাননায় ভূষিত করার জন্য।

বেনেমেরেন্টি মেডেল (Benemerenti Medal): বেনেমেরেন্টি মেডেল কাথলিক মণ্ডলীতে সেবার জন্য পোপ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সম্মানসূচক পদক, যা মূলত যাজক ও সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের বিশেষ অবদানকে স্বীকৃতি দিতে দেওয়া হয়; এর বাংলা অর্থ 'যোগ্য সেবার

জন্য' বা 'কৃতিত্বপূর্ণ সেবার জন্য'। এটি কাথলিক চার্চে অসাধারণ ও মূল্যবান সেবার জন্য সম্মাননা হিসেবে পরিচিত এবং পূর্বে এটি মূলত পাপাল আর্মি (Papal Army) পোপ মহোদয়ের সৈন্যদের জন্য দেওয়া হত, এখন এটি বেসামরিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়। ইতালীয় ভাষায় "Bene Merenti" অর্থ "যোগ্য/কৃতিত্বপূর্ণ সেবার জন্য"। এই পদটি পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় বা ভাটিকান (Holy See) দ্বারা প্রদান করা হয়। যাজক বা খ্রিস্টভক্ত যারা মণ্ডলীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন (যেমন দীর্ঘদিনের নিঃস্বার্থ সেবা, স্বেচ্ছাসেবী) তাদেরকে এই পদে ভূষিত করা হয়। এটি মূলত সামরিক পুরস্কার হিসেবে শুরু হলেও, বর্তমানে এটি বেসামরিক ও ধর্মীয় সম্মাননা। "এটি 'পোপের পদক' বা 'কৃতিত্বপূর্ণ সেবার জন্য সম্মাননা পদক' যা কাথলিক চার্চে মূল্যবান সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদান করা হয়।"

বেনেমেরেন্টি মেডেল সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধেয়া মিসেস রেবেকা কুইয়া-এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

নাগরী ধর্মপল্লীর অন্তর্গত পারারটেক গ্রামের জন টসকানো এবং মার্গারেট ফ্রেজারের পঞ্চম সন্তান রেবেকা কুইয়া। বর্তমানে তাঁর বয়স ৭২ বছর। তিনি হলিক্রস কলেজ থেকে আইএ ও লালমাটিয়া মহিলা কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে জেরাল্ড কুইয়ার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও আড়াই বছরের মধ্যেই স্ত্রী ও একমাত্র শিশু সন্তানকে রেখে স্বামী মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে স্বামী আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাতে কাজ করতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সন্তানকে মানুষ করার চেষ্টায় মনোনিবেশ করেন এবং একাই সন্তানকে পালন করতে থাকেন। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন-এ চাকুরীর আবেদন করেন এবং ওয়ার্ল্ড ভিশনে তিনিই প্রথম কাথলিক নারী; যিনি চাকুরী করেন। প্রতি সপ্তাহে ওয়ার্ল্ড ভিশনে কাজ করার সময়ে বাইবেল পাঠ করে সহভাগিতা করা হতো এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি বাইবেল পাঠের অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ফলে তিনি নিয়মিত বাইবেল পাঠ করেন এবং দিনে কয়েকবার রোজারী মালা প্রার্থনা করেন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে যখন চাকুরীতে যোগ দেন তখন স্পন্সরশিপের আওতাধীন ছিল ২০০ জন ছেলেমেয়ে। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে অবসরে যাওয়ার সময় তিনি প্রায় ১৮৩,০০০ জন ছেলেমেয়েকে স্পন্সরশিপের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি তার বিশ্বাসের জীবনে ভেঙ্গে পরেননি। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণকালে তিনি মণ্ডলীতে সেবাদান এবং দরিদ্রদের সেবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার সংকল্প করেন। তার পরিকল্পনা ছিল দরিদ্রদের জন্য একটা স্কুল খোলা। নানাবিধ কারণে সেটা সম্ভব না হওয়ায় তিনি একটা হাসপাতালের দন্ত চিকিৎসা সেবাদানের জন্য সেই অর্থ দান করেন। হাঁটুর সমস্যা থাকার পরও তিনি প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িত আছেন। তিনি সিবিসিবি-এর ভক্তজনগণ বিষয়ক কমিশনের সদস্য এবং এর আওতাধীনে বিভিন্ন সংঘ, সমিতি ও সংস্থার কো-অর্ডিনেটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। একমাত্র সন্তান তার পরিবার নিয়ে কানাডাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তিনি প্রচুর সময় পান প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ এবং রোগীদের পরিদর্শন করার। তিনি নিয়মিত বাইবেল পাঠ করেন। আর্থিক অবস্থা খুবই স্বচ্ছল কিন্তু তিনি খুব সহজ-সরল জীবন যাপন করেন। দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। অকাথলিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেও একটা সংগ্রামী জীবন যাপন করে তিনি তাঁর বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতে পেরেছেন এবং তা এখনও অব্যাহত আছে। পোপ চতুর্দশ লিও তাকে বেনেমেরেন্টি মেডেল প্রদান করেছেন।

পোপীয় সম্মাননা বেনেমেরেন্তিতে ভূষিত হয়ে মিসেস রেবেকা কুইয়া অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, প্রথমেই পোপ মহোদয় এবং কাথলিক মণ্ডলীর বিশপ, আর্চবিশপ এবং এখানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই দিনে পোপীয় সম্মাননায় ভূষিত করার জন্য। তিনি বলেন, আমার যখন ২১/২২ বছর, যুবতী থাকাকালে আমি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশে যোগ দেই এবং দীর্ঘ সময় ধরে শিশুদের নিয়ে কাজ করি। কর্মরত অবস্থায় সার্বজনীন প্রার্থনা সম্পর্কে আমি জেনেছি, করেছি, এবং অনেক নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি। তাই আমি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদশকে ধন্যবাদ জানাই কারণ আমি সেখানে পবিত্র বাইবেল পড়া শিখেছি। এই বিশেষ দিনে ধন্যবাদ দেই ফাদার মিন্টুকে, কারণ ফাদার আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল ডিকনদের ক্লাস দেওয়ার জন্য। এখন যারা ডিকন আছে তারা সবাই আমার পরিচিত কারণ আমি তাদের সকাল ১০-বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ক্লাস দিয়েছি। শেষে এখানে উপস্থিত সকলকে আবার ধন্যবাদ জানাই এবং আপনাদের কাছে প্রার্থনা যাচ্না করি যেন আমি সুস্থ থেকে খ্রিস্টীয় সেবা কাজ করে যেতে পারি।

উপসংহার: মন্সিনিয়র গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, মিস ডোরা ডি'রোজারিও এবং মিসেস রেবেকা কুইয়া–তাঁদের প্রত্যেকের জীবনই ঈশ্বরপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক জীবন্ত সাক্ষ্য। তাঁদের জীবনকথা আমাদের দেখায় যে, নিঃস্বার্থ সেবা, বিনয় ও ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমেই প্রকৃত মর্যাদা অর্জিত হয়। প্রার্থনা, বিনয়, সহমর্মিতা ও মানবসেবার মধ্য দিয়ে তাঁরা যেভাবে মণ্ডলী ও সমাজের কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। পোপ কর্তৃক প্রদত্ত মন্সিনিয়র উপাধি ও বেনেমেরেন্তি পদক তাঁদের দীর্ঘদিনের আত্মত্যাগী সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ এক মহামূল্যবান আশীর্বাদ। এই সম্মান আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রকৃত মহত্ত্ব নিহিত রয়েছে নীরব সেবা, বিনয়ী হৃদয় এবং অপরের জন্য নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার মধ্যে। তাঁদের জীবন আমাদের সকলকে আহ্বান জানায়, যেন আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে বিশ্বাসে দৃঢ় থেকে ভালোবাসা ও সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করি।

আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন

সুধী,

এই যে আমি, বিশাল আন্তনি রোজারিও, গ্রাম: চড়াখোলা (তনাগ বাড়ি), তুমিলিয়া মিশন, কালীগঞ্জ, গাজীপুর। বর্তমানে আমি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত এবং এর চিকিৎসাও অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এমতাবস্থায় আমার পরিবারের পক্ষে চিকিৎসার খরচ বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। তাই উপরোক্ত বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করে আপনাদের একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

বিকাশ এবং নগদ: ০১৭২২-৩১১৪৮০

বিকাশ: ০১৬৮২-৭৩৯৪৫৩

Bank Account

A/C Name: Bishal Rozario
A/C No: 01234089364
Bank Asia PLC, MCB Banani Branch
Routing Number: 070274037

A/C Name: Victor Benedict Rozario
A/C No: 00734027771
Bank Asia, Bijoy Shoroni Branch
Routing Number: 070263701

পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতিতে প্রত্যাশিত বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের টুকিটাকি

বাংলাদেশ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পথে যাত্রা শুরু করেছে। তফসিল ঘোষণাসহ নির্বাচনের তারিখও ইতোমধ্যে নির্ধারণ হয়েছে। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শহর ও গ্রামের চেনা দৃশ্যপট বদলে যেতে শুরু করে। দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার, রাস্তায় রাস্তায় ব্যানার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্ট্যাটাস আর লাইভের বন্যা–সব মিলিয়ে এক ধরনের রাজনৈতিক কোলাহল তৈরি হয়। মজার ব্যাপার হলো, বছরের বাকি সময় যেসব নেতা-কর্মীকে খুঁজে পাওয়া যায় না, নির্বাচন এলেই তারা হয়ে ওঠেন অত্যন্ত সক্রিয় ও জনবান্ধব। হঠাৎ করে এলাকায় বাড়ে কুশল বিনিময়, খোঁজখবর আর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি। তবে ২০২৬ এর জাতীয় নির্বাচন শুধুই একটি ভোটগ্রহণ নয়, সমগ্র রাজনৈতিক কাঠামো ও গণতান্ত্রিক বাস্তবতার পুনঃমূল্যায়নের প্রতীকও বটে এই নির্বাচন। নির্বাচন পূর্ব মিটিং-মিছিল, জনসমাবেশ, পারস্পরিক যোগাযোগ প্রভৃতি নির্বাচনকে সামাজিক উৎসবে পরিণত করেছে। তবে প্রার্থী ও সমর্থক অনেকের কাছে তা আবার দুশ্চিন্তারও নাম। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনও তার ব্যতিক্রম নয়। বড় বড় রাজনৈতিক সমীকরণের আড়ালে লুকিয়ে থাকে অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনা–যেগুলো হয়তো শিরোনাম হয় না, কিন্তু রাজনীতির চরিত্র বুঝতে সাহায্য করে।

নির্বাচনের পটভূমি ও সময়সীমা

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ঘোষণা করেছে যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং পাশাপাশি একটি গণভোট হবে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ। এই নির্ধারিত দিনটিতে দেশের ৩০০টি আসনে সাধারণ ভোটগ্রহণের পাশাপাশি একটি রাজনৈতিক সংস্কারের রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হবে। *([Khabor Online][1])*

এ নির্বাচনের আয়োজন এমন এক পর্যায়ে ঘটছে যখন বাংলাদেশ গত কয়েক বছরের রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। 'জুলাই ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান' সরকারের পরিবর্তন এনেছিল, যার পরবর্তী পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে–এটি তাই শুধুমাত্র একটি নির্বাচন নয়, বরং রাজনৈতিক পুনর্গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচিত। *([AP News][2])*

রাজনৈতিক ধারা ও দলীয় অবস্থান

ত্রয়োদশ নির্বাচনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বেশ ব্যতিক্রম। মূলত দুই বড় রাজনৈতিক দলের (আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুই দলের) ভূমিকা ও পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

প্রথমত, 'আওয়ামী লীগ', যা দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় ছিল এবং ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল, বর্তমানে নিষিদ্ধ–এর ফলে দলের কার্যকর ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। *([The Times of India][3])*

দ্বিতীয়ত, 'বিএনপি', প্রধান দল হিসেবে ভোটে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা রেখে রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করছে। সাম্প্রতিক বেসরকারি জরিপ অনুযায়ী, প্রায় ৭০% ভোটারের পছন্দ বিএনপি-কে দেখা যাচ্ছে, যদিও এসব জরিপ সরকারের স্বীকৃত নয় এবং প্রামাণিক ফলাফল প্রকাশ হয়নি। *([Reddit][4])*

এ ছাড়াও বিভিন্ন মধ্যমাত্রার ও নতুন রাজনৈতিক দল – যেমন, জাতীয় পার্টি, 'ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (NCP)'– কিছুটা ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছে, যদিও তা এখনও বড় রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়নি। *([Reuters][5])*

প্রার্থী ও দল-সংখ্যার বিশ্লেষণ

এবারের নির্বাচনে ৫১টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নির্বাচন করতে যাচ্ছে। ([Wikipedia][2])

মোট ২,০২২-২,০৮১ জন প্রার্থী বিভিন্ন আসনে প্রতিযোগিতা করছেন (বিভিন্ন গণমাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন হিসাব থাকলেও প্রায় ১,৯৮১-১,৯৬৭ জন প্রার্থীর অংশগ্রহণে সিদ্ধান্ত হয়েছে)। ([BSS][3])

প্রার্থীদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৩%। ([dhakapost.com][4])

নির্বাচন কমিশন ও সংবাদ সূত্র অনুযায়ী দলের প্রার্থীর সংখ্যা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সর্বোচ্চ ২৮৮ জন প্রার্থী দিয়েছেন। *([The Daily Star][5])*

জামায়াতে ইসলামীর প্রায় ২২৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। *([The Business Standard][6])*

এনসিপি (জাতীয় নাগরিক পার্টি): প্রায় ৩০-৩২ জন প্রার্থী নির্দেশিত। *([The Business Standard][6])*

অন্যান্য দল যেমন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি (জেপি), সিপিবি, গণ অধিকার পরিষদ সহ আরও বিভিন্ন দলের প্রার্থীর সংখ্যা রয়েছে। *([Prothomalo][7])*

এছাড়া নারী প্রার্থী সংখ্যালঘু হলেও অংশ নিচ্ছেন। মোট প্রার্থীর মধ্যে প্রায় ১০৭জন নারী রয়েছেন। *([sonalinews.com][8])*

কিছু দল মনোনয়ন না দিলেও সরকারিভাবে নিবন্ধিত আছে এবং বিএনপির কিছু বিদ্রোহী প্রার্থীও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, যা ভোট বিভাজনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। *([The Business Standard][9])*

নির্বাচন প্রস্তুতি ও রোডম্যাপ

নির্বাচন কমিশন (EC) ইতোমধ্যেই নির্বাচনের প্রস্তুতি রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে:

* সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ।

* ভোটার তালিকা চূড়ান্তকরণ।

* দলীয় নিবন্ধন ও দেশি পর্যবেক্ষক নিবন্ধন কাজ।

* তফসিল ঘোষণা ও প্রচারের সময় নির্ধারণ।

নির্বাচন ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছে। *([Prothomalo][10])*

ভোটার তালিকা ও বাজেট

ভোটার সংখ্যা প্রায় ১২ কোটি ৭৬ লাখ ৯৫ হাজার করা হয়েছে, এবং ৪২,৭৬১টি কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে। *([Dainik Bangla][11])*

নির্বাচনের বাজেটও উল্লেখযোগ্য–সেটি প্রায় ৩ হাজার ১০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে আইনশৃঙ্খলা, ভোট পরিচালনা ও অন্যান্য খরচ অন্তর্ভুক্ত। *([News Bangla 24][7])*

এছাড়া সরকারের দিক থেকে প্রবাসীদের ভোটগ্রহণের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশি নাগরিকদের বৈদেশিক স্থানে বসেও ভোটে অংশগ্রহণের সুযোগ করবে–এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার হিসেবে ধরা হচ্ছে। *([Reddit][8])*

নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা

সরকার নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যাপক ব্যবস্থা নিয়েছে। এতে পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (BGB), আনসার-ভিপি, কোস্ট গার্ড সহ অন্যান্য বাহিনী সহায়তায় থাকবে। *([en.bd-pratidin.com][14])*

এক হিসাব অনুযায়ী প্রতি ভোটকেন্দ্রে ১৩-১৮ জন আইনশৃঙ্খলা সদস্য মোতায়েন করা হবে। *([en.bd-pratidin.com][14])*

৩৭,০০০ ইএই সদস্য নির্বাচনী নিরাপত্তায় দায়িত্ব পালন করবে, যারা আধুনিক সরঞ্জাম যেমন নাইট ভিশন, বডিওয়ান ক্যামেরা ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তুত থাকবে। *([en.bd-pratidin.com][15])*

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জানিয়েছেন মোট ভোটকেন্দ্রের ৫৯% কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে অতিরিক্ত সতর্কতা দরকার। *([bdnews24.com][16])*

নির্বাচনের আগে কয়েকটি এলাকায় রাজনীতি-ভিত্তিক সংঘর্ষ বা উত্তেজনা ঘটছে, যার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী সতর্ক রয়েছে। *([The Daily Star][17])*

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সতর্ক থাকতে পরিস্থিতি অনুযায়ী সেনাবাহিনীও মোতায়েন হতে পারে। *([Dainik Bangla][12])*

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন *(13th National Parliamentary Election)* আসন্ন। সারা দেশে এখন উৎসবমুখর নির্বাচনি আমেজ (Election Fever)। তবে এবারের নির্বাচন গতানুগতিক ধারার বাইরে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী এক আয়োজনে পরিণত হয়েছে। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী এই নির্বাচনে (Post-Uprising Election) এমন সব নতুনত্ব যুক্ত হয়েছে, যা বাংলাদেশের ৫৪ বছরের নির্বাচনি ইতিহাসে আগে কখনো দেখা যায়নি।

কাগজের পোস্টারহীন নির্বাচন *(Paper Poster-free Election)*

এবারের নির্বাচনে ডিজিটাল বিপ্লব ঘটেছে। নির্বাচনি আচরণবিধিতে *(Election Code of Conduct)* পরিবর্তন এনে কাগজের পোস্টার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে দেয়ালে পোস্টার সাঁটানোর সেই চিরচেনা দৃশ্য এবার অনুপস্থিত। প্রার্থীরা লিফলেট, ব্যানার এবং ডিজিটাল স্ক্রিনের মাধ্যমে প্রচারণা চালাচ্ছেন।

একনজরে নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য নতুনত্বসমূহ

বৈশিষ্ট্য	বিবরণ	পদ্ধতি/অবস্থা
প্রচারণা	কাগজের পোস্টার মুক্ত	সম্পূর্ণ ডিজিটাল ও ব্যানার
দ্বৈত ভোট	সংসদ নির্বাচন + গণভোট	আলাদা দুটি ব্যালট পেপার
প্রবাসী ভোট	অ্যাপের মাধ্যমে ব্যালট প্রদান	Postal Vote BD অ্যাপ
প্রতীক বিধান	নিজ দলের মার্কা বাধ্যতামূলক	আরপিও ২০ ধারা সংশোধন
প্রযুক্তি	ইভিএম বাতিল	শতভাগ কাগজের ব্যালট

একসঙ্গে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট *(Simultaneous Election and Referendum)*

বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একই দিনে দুটি ভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ভোটাররা সংসদ সদস্য নির্বাচনের পাশাপাশি 'জুলাই সনদ' *(July Charter)* বাস্তবায়নে নিজেদের মতামত দেবেন। এই গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে আগামীর রাষ্ট্র সংস্কারের গতিপথ।

পোস্টাল ভোট ও প্রবাসীদের ভোটাধিকার *(Postal Vote and Expatriate Voting Rights)*

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রবাসীদের ভোটাধিকার *(Voting Rights for Migrants)* নিশ্চিত করা হয়েছে। 'পোস্টাল ভোট বিডি' *(Postal Vote BD)* অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসীরা ৫ ধাপে তাদের ভোট দিতে পারছেন। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ লাখের বেশি প্রবাসী এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের অধীন নির্বাচন *(Election Under Interim Government)*

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের *(Interim Government)* অধীনে এই ভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দীর্ঘ দেড় যুগ পর একটি মুক্ত ও নিরপেক্ষ পরিবেশে ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাচ্ছেন।

নির্বাচনে নেই আওয়ামী লীগ *(Election Without Awami League)*

সদ্য ক্ষমতাচ্যুত এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দল হিসেবে এবারের নির্বাচনে অংশ নিতে পারছে না আওয়ামী লীগ। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের পর এটিই প্রথম বড় কোনো নির্বাচন যেখানে আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থী বা প্রতীক থাকছে না।

খালেদা জিয়াবিহীন নির্বাচন *(Election Without Khaleda Zia)*

বিএনপির দীর্ঘকালীন সেনাপতি বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণের পর এটিই প্রথম জাতীয় নির্বাচন। তার অনুপস্থিতিতে দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারেক রহমান (Tarique Rahman), যিনি নির্বাচনি প্রচারণায় বিশেষ বাস (Campaign Bus) ব্যবহার করে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

জোটে নিজ প্রতীকের বাধ্যবাধকতা *(Compulsory Own Symbol)*

নির্বাচন কমিশনের নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কোনো নিবন্ধিত দল জোটগতভাবে নির্বাচনে অংশ নিলেও তাদের নিজস্ব দলীয় প্রতীকে (*Own Party Symbol)* ভোট করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর ফলে বড় দলের প্রতীকের ছায়াতলে অন্য দলের প্রার্থীদের নির্বাচন করার দীর্ঘদিনের সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে।

ইভিএম নেই (No EVM)

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের *(Election System Reform Commission)* সুপারিশে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (EVM) বাতিল করা হয়েছে। শতভাগ ভোটগ্রহণ হচ্ছে সনাতনী ব্যালট পেপারে।

ডিজিটাল মাধ্যম ও এআই'র ব্যবহার *(Use of Digital Media and AI)*

প্রার্থীদের প্রচারণায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা *(Artificial Intelligence - AI)* এবং সোশ্যাল মিডিয়া ডমিনেশন (Social Media Domination) এবার প্রধান হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এআই-এর মাধ্যমে ডিপফেক (Deepfake) ও ভুল তথ্য ছড়ানোর ঝুঁকি মোকাবিলা নির্বাচন কমিশনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

ভোটকেন্দ্রের আচরণবিধি: ভোটারদের করণীয় ও বর্জনীয়

করণীয় (Do's)	বর্জনীয় (Dont's)
* আপনার এনআইডি (NID) কার্ড বা ভোটার স্লিপ সাথে রাখুন	*ভোটকেন্দ্রের ভেতরে মোবাইল ফোন বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করবেন না।
* ভোটকেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ের (সকাল ৮টা-বিকেল ৪টা) মধ্যে উপস্থিত হোন	*ব্যালট পেপারের ছবি তোলা বা ভিডিও করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।
* লাইনে দাঁড়িয়ে শৃঙ্খলার সাথে নিজের সিরিয়াল আসার অপেক্ষা করুন।	* কেন্দ্রের ভেতরে বা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে কোনো প্রার্থীর পক্ষে স্লোগান দেবেন না।
* গোপন কক্ষে গিয়ে পছন্দের প্রার্থীর মার্কা ও গণভোটের ব্যালটে সঠিক সিল দিন।	* বুথের ভেতর একের অধিক ব্যক্তি প্রবেশ করবেন না (গোপনীয়তা বজায় রাখুন)
*ভোট দেয়া শেষ হলে দ্রুত এবং শান্তভাবে কেন্দ্র ত্যাগ করুন।	* কেন্দ্রের আশেপাশে জটলা পাকানো বা উস্কানিমূলক আলোচনা থেকে বিরত থাকুন।

ভোটের দিন ভোটারদের জন্য প্রয়োজনীয় গাইডলাইন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬-এর ভোটের দিন ভোটারদের জন্য প্রয়োজনীয় করণীয় ও বর্জনীয় *(Do's and Don'ts)* নির্দেশিকা। নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত নিয়ম মেনে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে আপনার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখুন।

নির্বাচন ২০২৬: ফল প্রচারের সময়সূচি ও লাইভ আপডেট

ভোটগ্রহণের তারিখ ও সময়: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (বৃহস্পতিবার), সকাল ৭:৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪:৩০ মিনিট পর্যন্ত একটানা ভোটগ্রহণ চলবে।

ফল প্রচারের সময়সূচি:

• প্রাথমিক গণনা: ১২ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টার পর থেকে ভোটকেন্দ্রগুলো থেকে ফল আসা শুরু হবে।

• বেসরকারি ফল: ওই দিন রাত ৮টা থেকে মধ্যরাতের মধ্যে অধিকাংশ আসনের বেসরকারি ফল পাওয়া যাবে।

লাইভ ফল দেখার নির্ভরযোগ্য উৎসসমূহ

মাধ্যমের নাম	উৎস (Source)	সুবিধা
অফিশিয়াল ওয়েবসাইট	ecs.gov.bd	সবচেয়ে নির্ভুল ও গেজেটেড তথ্য
মোবাইল অ্যাপ	Smart Election Management BD	সহজেই ফোনের মাধ্যমে আপডেট
টিভি চ্যানেল	এখন টিভিসহ অন্যান্য গণমাধ্যম	লাইভ ভিডিও ও তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ
অনলাইন নিউজ	এখন টিভি (ekhon.tv) বাসস-সহ অন্যান্য অনলাইন	বিস্তারিত রিপোর্ট ও চার্ট
সোশ্যাল মিডিয়া	ইসি-র অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ	সরাসরি প্রজ্ঞাপন ও দ্রুত নিউজ

• চূড়ান্ত গেজেট: নির্বাচন কমিশন যাচাই-বাছাই শেষে পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যে চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করবে।

উপসংহার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৬ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পুনরুদ্ধারের একটি বড় পরীক্ষা। এর প্রস্তুতি, প্রার্থী-দলের অংশগ্রহণ, পর্যবেক্ষক নিয়োগ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও আইন-শৃঙ্খলা-সংক্রান্ত পরিকল্পনা দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক বিশ্বাসযোগ্যতা সবক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই নির্বাচন দেশের ভবিষ্যৎ পরিচালনা, রাজনীতি-সহ আশেপাশের সামাজিক পরিবেশকে দারুণভাবে প্রভাবিত করবে।

উৎস:

[1]: https://apnews.com/article/2c2660332e986b99f3fccec992799523?utm_source=chatgpt.com

[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Bangladeshi_general_election?utm_source=chatgpt.com "2026 Bangladeshi general election"

[3]: https://www.bssnews.net/national-parlament-election-2026/353635?utm_source=chatgpt.com "1981 candidates to contest JS polls"

[4]: https://www.dhakapost.com/national/425706?utm_source=chatgpt.com "ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ১৩ শতাংশ"

[5]: https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/elections/news/bnp-fields-288-candidates-the-highest-13th-national-election-4087261?utm_source=chatgpt.com "BNP fields 288 candidates, the highest in 13th national election"

[6]: https://www.tbsnews.net/bangladesh/bnp-fields-288-candidates-jamaat-224-and-ncp-32-election-race-takes-shape-1340521?utm_source=chatgpt.com

[7]: https://www.prothomalo.com/politics/sy88b0g677?utm_source=chatgpt.com "ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে ৫১টি দল"

[8]: https://www.sonalinews.com/national/news/263426?utm_source=chatgpt.com "নির্বাচনে নারী প্রার্থী ১০৭ জন, জানুন কোন দলে কত?"

[9]: https://www.tbsnews.net/bangladesh-election-2026/vs-: 92 BNP rebels in 79 seats threaten official party nominees"

[10]: https://www.prothomalo.com/bangladesh/dbd7vtdkje?utm_source=chatgpt.com "ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা । প্রথম আলো"

[11]: https://www.dainikbangla.com.bd/election/63375/1764947103?utm_source=chatgpt.com "ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ঢেলে সাজানো হচ্ছে প্রশাসন"

[12]: https://www.dainikbangla.com.bd/election/65454/1767678614?utm_source=chatgpt.com "

[13]: https://www.observerbd.com/news/555582?utm_source=chatgpt.com "CEC warns election observers against political bias"

[14]: https://en.bd-pratidin.com/special/2026/01/08/54441?utm_source=chatgpt.com "3

[15]: https://en.bd-pratidin.com/national/2026/01/31/56018?utm_source=chatgpt.com " | Bangladesh Pratidin"

[16]: https://bangla.bdnews24.com/13th-parliamentary-election/bd5d417e8d3e?utm_source=chatgpt.com "৫৯ শতাংশ ভোটকেন্দ্র 'ঝুঁকিপূর্ণ': স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা"

[17]: https://www.thedailystar.net/news/national-election-2026/news/13-constituencies-highly-risky-4096236?utm_source=chatgpt.com "

https://ekhon.tv/article/697eea86828ca5d86f9fccc6

বাংলাদেশ ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন : সংখ্যালঘুদের চোখে নতুন বাংলাদেশের প্রত্যাশা

জ্যাষ্টিন গোমেজ

বাংলাদেশে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর এটি দেশের প্রথম নির্বাচন। ২৪'র ওই আন্দোলনে ছাত্র ও যুবসমাজের নেতৃত্বে জনগণ বৃহৎ তাড়না দেখিয়েছে। আন্দোলনের মূল দাবি ছিল শোষণমুক্ত, জবাবদিহিমূলক এবং স্বচ্ছ সরকার। ফলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশত্যাগ করেন এবং একটি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর এই সরকার রাষ্ট্র সংস্কার, নির্বাচন পুনর্গঠন, বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা এবং পুলিশের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে। এবারের জাতীয় নির্বাচনের একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে গণভোট। এটি 'জুলাই সনদ' যা রাষ্ট্র সংস্কারের পরিকল্পনার কার্যকারিতা যাচাই করবে। এই সনদে গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন, ন্যায়বিচার, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা প্রভৃতি বিষয়গুলো আলোচনার কেন্দ্রে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০%, যার মধ্যে হিন্দু ৮% এবং খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও আদিবাসী মিলে প্রায় ২%। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ১৬ লাখ, যার মধ্যে চাকমা, গারো, সাঁওতাল, ত্রিপুরা ও মারমা প্রধান। খ্রিস্টানদের সংখ্যা ০.৫% এর কম, যার অর্ধেকই আদিবাসী। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মতে, আগস্ট ২০২৪ থেকে নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ২৬০০'র বেশি ঘটনার রিপোর্ট পাওয়া গেছে। এর মধ্যে উপাসনালয়ে হামলা, বাড়িঘর ভাঙচুর, জমি দখল ও হত্যাকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত। নির্বাচন ঘিরে এইসব উদ্বেগ আরও তীব্র হচ্ছে।

সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী প্রায়শই নির্বাচনের সময় ভয়, হামলা এবং ভূমি সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের শিকার হন। প্রায়ই অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকেন। তাই সংখ্যালঘু ও আদিবাসী সম্প্রদায় জাতীয় নির্বাচনের আগে তাদের আশা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সমাজের বিভিন্ন নেতা, সমাজকর্মী ও সাধারণ মানুষ শান্তিপূর্ণ ভোট ও সমতা নিশ্চিত হওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের চাওয়া হলো নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা। আশা করেন এমন এক বাংলাদেশ যেখানে আদিবাসীদের ভূমি অধিকার, উন্নয়ন এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকবে।

নিরাপত্তা আর মর্যাদা

নির্মল রোজারিও, সভাপতি, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

নির্মল রোজারিও বলেন, সংখ্যালঘুদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার। তিনি বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অনেক সময় সহিংসতা ও হয়রানি বেড়ে যায়। জমি-জমা দখল, সম্পত্তি লুট, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা এগুলো নিয়মিত ঘটে। তাই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে গভীরভাবে শঙ্কা কাজ করে।

তিনি আরও বলেন, নতুন সরকারের উচিত হবে শান্তি ও সংহতি বজায় রাখতে প্রথম দিন থেকেই কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা সংস্থাকে সক্রিয় হতে হবে। একই সঙ্গে সংখ্যালঘুদের ন্যায্য প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নির্মল রোজারিও মনে করেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ছাড়া সংখ্যালঘুদের আস্থা ফেরানো সম্ভব নয়। তিনি বলেন, সরকার যদি সমান সুযোগ এবং নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে না পারে, তাহলে নির্বাচন ও গণতন্ত্র কেবল নামের জন্য থাকবে।

ধর্মীয় সহাবস্থান

এডভোকেট গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক, মহাসচিব, জাতীয় হিন্দু মহাজোট

গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক বলেন, হিন্দু সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক দলগুলো এবং রাষ্ট্র থেকে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব পায়নি। রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়ই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তিনি বলেন, সংরক্ষিত আসন এবং আলাদা নির্বাচনী ব্যবস্থার মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়কে সঠিক প্রতিনিধিত্ব দেওয়া সম্ভব।

সরকারের কাছে তার বার্তা স্পষ্ট, সংখ্যালঘুদের প্রতি দীর্ঘদিনের অবহেলা বন্ধ করতে হবে। হিন্দু সম্প্রদায় দেশের অংশ এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নির্বাচনের মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে এবং তাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হবে।

নীতিনির্ধারণে অন্তর্ভুক্তি

শান্ত বড়ুয়া, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শান্ত বড়ুয়া বলেন, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ এবারের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহী। তারা ভোটের মাধ্যমে নিজেদের মৌলিক অধিকার এবং সামাজিক সুযোগ নিশ্চিত করতে চায়। তিনি বলেন, নির্বাচন যেন উৎসবের মতো হয়, যেখানে সবাই আনন্দের সঙ্গে অংশ নেবে এবং নাগরিক দায়িত্ব পালন করবে।

তিনি আরও বলেন, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে শুধু ভোটে নয়, নীতিনির্ধারণ ও প্রশাসনিক পদক্ষেপেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও

সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ চায় যে তাদের স্বাধীনভাবে ধর্মীয় আচার পালন, শিক্ষা গ্রহণ এবং জীবিকা নির্বাহের সুযোগ থাকে। নির্বাচন এবং সরকারী নীতি এমনভাবে পরিচালিত হতে হবে, যাতে সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী শান্তিপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আশা
থিওফিল নকরেক, চেয়ারম্যান, নকমান্দি গারো সেন্টার

থিওফিল নকরেক বলেন, গারো ও অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে উৎসাহী। তাদের মধ্যে আগ্রহ ও প্রত্যাশা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ক্ষমতায় যারা আসবেন তাদেরকে বিশেষভাবে আদিবাসীদের ভূমি, শিক্ষা ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে শান্তি ও সমতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সরকারি নীতি ও কার্যক্রমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তি দেওয়া হলে, বাংলাদেশ আরও সমৃদ্ধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে।

নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে
বিনিতা ত্রিপুরা, গৃহিনী, বান্দারবান

বিনিতা ত্রিপুরা বলেন, সংখ্যালঘু নারীরা দ্বিগুণ বৈষম্যের শিকার। তিনি বলেন, সহিংসতা, বাল্যবিবাহ এবং শিক্ষার অভাব এখনো সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। নারীদের ক্ষমতায়ন না হলে পুরো সম্প্রদায়ের উন্নয়নও সম্ভব নয়।

তিনি উল্লেখ করেন, নতুন সরকারকে স্থানীয় পর্যায়ে নারী নেত্রী তৈরি করতে হবে, যাতে তারা নিজেরা নিজের বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারে। নিরাপদ পরিবেশে নারীরা মুক্তভাবে চলাফেরা করতে পারলে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক অবস্থান উন্নত হবে। বিনিতা বিশ্বাস করেন, সংখ্যালঘু নারীদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলে পুরো সম্প্রদায় শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারবে।

নির্বাচনের আগে-পরে নিরাপত্তা নিশ্চিত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ
প্রদীপ হেমব্রম, প্রকাশনা সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম

প্রদীপ হেমব্রম বলেন, নির্বাচনের সময় আদিবাসীরা সবসময় শঙ্কিত থাকে। ভূমি দখল ও সহিংসতার ইতিহাস তাদের মনে গভীর ভীতি সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, নতুন সরকার যেন নির্বাচনের আগে ও পরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে। তিনি আরও বলেন, আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ কমিশন গঠন করা দরকার। শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যসেবা ও ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আশা করেন, সংখ্যালঘু ও আদিবাসীরা ভোটের মাধ্যমে নিজেরা অংশগ্রহণ করবে এবং দেশের উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। শান্তি ও সংহতি নিশ্চিত করা তাদের জন্য সবচেয়ে বড় দাবি।

ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমান অধিকার
মানিক ডি'কস্তা, সমাজবিশ্লেষক

মানিক ডি'কস্তা বলেন, সাধারণ সংখ্যালঘু মানুষ চায় নিরাপদ জীবন, সুযোগ ও মর্যাদা। তিনি বলেন, বর্তমান আইনশৃঙ্খলা এবং প্রশাসন পুরোপুরি কার্যকর নয়। ধর্মীয় উৎসবের জন্য পুলিশের পাহারা প্রয়োজন পড়ছে, যা প্রকৃত নিরাপত্তার প্রতীক নয়। তিনি আরও বলেন, নতুন সরকারের উচিত ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমান অধিকার নিশ্চিত করা। সংখ্যালঘুদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে কোনো উন্নয়ন বা গণতন্ত্র স্থায়ী হবে না। তার মতে, নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সমতা ছাড়া দেশ সত্যিকার অর্থে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শান্তিপূর্ণ হতে পারে না। মানিক আশা করেন, নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি নাগরিক স্বাধীনভাবে নিরাপদ জীবন-যাপন করতে পারবে।

আমাদের প্রত্যাশা সামান্য
যাকোব কুইয়া, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা

যাকোব কুইয়া বলেন, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। তিনি বলেন, সরকার ও প্রশাসন যেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সহনশীল ও সমান আচরণ করে। তিনি আরও বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ হয়রানি বা শোষণের শিকার না হয়। কুইয়া আশা করেন, নির্বাচনের পরও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিরাপদে বসবাস করতে পারবে এবং তাদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা পাবে। শান্তি, নিরাপত্তা এবং সমানাধিকার নিশ্চিত করতে হবে, যেন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী দেশের অন্তর্ভুক্ত অংশ হিসেবে সমৃদ্ধ জীবন-যাপন করতে পারে।

এইসব কণ্ঠ একত্রে একটি বার্তাই দেয় যে সংখ্যালঘু ও আদিবাসী নাগরিকেরা আর শুধু আশ্বাস নয়, বাস্তব পরিবর্তন চান। তাদের দাবি নিরাপত্তা, মর্যাদা, ন্যায়বিচার ও সমান অধিকার। ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচন তাদের কাছে কেবল একটি রাজনৈতিক আয়োজন নয়; এটি বাংলাদেশের বিবেকের পরীক্ষা। এই ভোটের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হবে রাষ্ট্র সত্যিই কি তার সব নাগরিককে সমান চোখে দেখে, নাকি সংখ্যালঘুরা আবারও অনিশ্চয়তার ভেতরে পড়ে থাকবে। নতুন সরকার যদি সত্যিই একটি ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র গড়তে চায়, তবে তাকে এই কণ্ঠগুলোর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং সেগুলোকে নীতিতে ও বাস্তবে রূপ দিতে হবে। কারণ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত না হলে কোনো দেশই দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল ও মানবিক হতে পারে না।

রোগীদের পাশে মা মারীয়ার মাতৃস্নেহ

ডানিয়েল লর্ড রোজারিও

সেমিনারিয়ান হওয়ায় বছরের বিভিন্ন সময় অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আমাদের বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করা হয়। আমি সবসময়ই চেষ্টা করি পালকীয় কাজে কোথাও গেলে প্রথমেই যে কাজটি করি তা হলো, গ্রামের যুবক-যুবতীদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলা এবং তাদের নিয়ে রোগীবাড়ি পরিদর্শন করা। তবে প্রতি মাসের একটি সপ্তাহে আমি কিছু সময় কাটাই রাজশাহী শহরে অবস্থিত ডিঙ্গাডোবা সিক সেন্টারের রোগীদের সঙ্গে। হাসপাতালের শয্যায়, ঘরের এক কোণে কিংবা বারান্দায় বসে তাদের সাথে কথা বলি। যখন তাদের পাশে বসে দিদিমা/মা/ভাই বলে সম্মোধন করি তখন তাদের চোখে-মুখে অদ্ভুত এক মায়া লক্ষ্য করি যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব না। তাদের সাথে আলাপকালে তারা যে সহভাগিতা করে তা শুধু কোন রোগের বর্ণনা নয়; সেখানে থাকে দীর্ঘদিনের ব্যথা-বেদনা, না বলা ভয়, চাপা কান্না আর বেঁচে থাকার লড়াইয়ের সংগ্রামী গল্প। রোগীদের সঙ্গে কথা বলতে বসলে আমি খুব দ্রুত বুঝতে পারি তারা করুণা চায় না, তারা চায় কেউ তাদের কথা মন দিয়ে শুনুক। তারা চায় এমন একজন মানুষ, যে তাড়াহুড়ো না করে পাশে বসবে, যে তাদের কষ্টকে অবহেলা না করে সম্মান করবে। অনেক সময় তারা কথা বলতে বলতে মুচকি হাসে, আবার কখনো চোখের কোণে জলও লক্ষ্য করি। এই সহভাগিতার মুহূর্তগুলো আমাকে প্রতিবার নতুন করে শেখায় অসুস্থতা মানুষের শক্তি কেড়ে নিলেও বিশ্বাস কেড়ে নিতে পারে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাস আরও গভীর হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রায় সব রোগীর কথায় ঘুরেফিরে আসে মা মারীয়ার নাম। কেউ বলেন, "মা মারীয়া আছেন বলেই ভেঙে পড়িনি।" কেউ বলেন, "রাতে ঘুম আসে না, তখন জপমালা হাতে নিলে শান্তি পাই।" আবার কেউ বলেন, "ডাক্তার কী বলবেন জানি না, কিন্তু মা মারীয়ার ওপর ভরসা আছে।" রোগীদের এই সহজ, সরল কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস আমাকে বারবার স্পর্শ করে। তারা দিব্যজ্ঞানের ভাষায় কথা বলেন না, বড় বড় বাক্যও ব্যবহার করেন না। কিন্তু তাদের বিশ্বাস আমাদের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে। অসুস্থতার মাঝেও তারা প্রার্থনা করতে ভুলে যান না কিন্তু আমি অনেকবারই ভুলে যাই। অনেক সময় আমি অনুভব করি আমি তাদের সান্ত্বনা দিতে যাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই আমাকে শক্তি যুগিয়ে দেয়। আমার অভিজ্ঞতায় আমি উপলব্ধি করি প্রত্যেকজন অসুস্থ ব্যক্তি তারা সবাই কারো না কারো পরিবারের আত্মীয়স্বজন কিন্তু সময়ের নির্মম পরিহাসে তারা আজ অবহেলিত ও লাঞ্ছিত। অসুস্থ ব্যক্তিদের কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করার কারণে তারা প্রায়ই আমার খোঁজ করে তবে সবসময় সময় দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। আমাদের প্রার্থনাগুণে তারা সুস্থ হয়ে উঠবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। তবে দুঃখের বিষয় হলো বর্তমান সময়ে আমরা প্রায় সময়ই বাড়িতে অসুস্থ কেউ থাকলে তাকে বোঝা মনে করতে শুরু করি আবার অনেকক্ষেত্রে শোনা যায় মারধর করা হয়। তবে মানুষের জীবন সুখ-দুঃখ, আলো-অন্ধকার, শক্তি ও দুর্বলতার এক জটিল সহাবস্থান। জন্মের মুহূর্ত থেকেই মানুষ এক অনিবার্য সত্য বহন করে চলে সীমাবদ্ধ, ভঙ্গুর এবং একদিন অসুস্থতার মুখোমুখি হবেই। রোগ তাই মানুষের জীবনের বাইরের কোনো ঘটনা নয়; বরং মানব অস্তিত্বের গভীর বাস্তবতা। এই বাস্তবতা শুধু শরীরকে ক্ষতবিক্ষতই করে না বরং মন ও আত্মার ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে। অসুস্থতার সময়ে মানুষ কেবল চিকিৎসা নয়, চায় সহানুভূতি, বোঝাপড়া, নিরাপত্তা ও ভালোবাসা। ঠিক এখানেই রোগীদের প্রতি আমাদের একটি দায়িত্ব যা মানবিক, সামাজিক ও খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে গভীরভাবে প্রোথিত। মা মারীয়ার ভক্ত সন্তানেরা প্রতিনিয়তই তার প্রতি বিশ্বাস ও প্রার্থনার ফলে সুস্থতা লাভ করছে। আর এ কারণেই তো আমরা দেশে বিদেশে তীর্থস্থানগুলোতে বহু মারীয়াভক্ত তীর্থযাত্রী দেখতে পাই।

যিশুর জীবনের আলোকে রোগীদের প্রতি আমাদের কর্তব্য: কাথলিক মণ্ডলী আমাদের শিক্ষা দেয় অসুস্থ ব্যক্তিরা কেবল করুণার পাত্র নয়; তারা ঈশ্বরের এক বিশেষ উপস্থিতি। যিশু খ্রিস্ট তাঁর জীবনে অসুস্থ ও কষ্টভোগী মানুষদের যে গুরুত্ব দিয়েছেন, তা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আমূল পরিবর্তন করে। তিনি রোগীদের দূরে ঠেলে দেননি, বরং তাদের কাছে গেছেন, তাদের ছুঁয়েছেন, তাদের কথা শুনেছেন এবং তাদের যন্ত্রণাকে নিজের হৃদয়ে ধারণ করেছেন। যিশুর কাছে রোগ কোনো শাস্তি ছিল না; বরং ঈশ্বরের প্রেম প্রকাশের এক অপূর্ব সুযোগ। তাই তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন, "আমি অসুস্থ ছিলাম, তোমরা আমার সেবা করেছিলে।" এই বাক্যে তিনি নিজেকে রোগীর সঙ্গে এক করে দেখিয়েছেন এবং আমাদের দায়িত্বের গভীরতা স্পষ্ট করে তুলেছেন। রোগ যখন মানুষের জীবনে আসে, তখন তার পরিচিত পৃথিবী হঠাৎ সংকুচিত হয়ে যায়। দৈনন্দিন ব্যস্ততা, কাজের গতি, সামাজিক সম্পর্ক সবকিছু যেন থমকে দাঁড়ায়। অসুস্থ মানুষ তখন নিজেকে অসহায় ও একাকী মনে করে। অনেক সময় চিকিৎসা পাওয়ার আগেই তাকে গ্রাস করে ভয় ও হতাশা। এই একাকীত্বই রোগীর সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে ওঠে। রোগীর পাশে দাঁড়িয়ে এই একাকীত্ব ভাঙাই আমাদের প্রথম দায়িত্ব। একটি সমাজের মানবিকতা পরিমাপ করা যায় সে সমাজ তার দুর্বল ও অসুস্থ মানুষদের কতটা আপন করে নেয়, তাদের কষ্টকে কতটা গুরুত্ব দেয় তার ওপর ভিত্তি করে। যিশু খ্রিস্টের জীবন ও শিক্ষা আমাদের সামনে রোগীসেবার এক অনন্য আদর্শ তুলে ধরে। তিনি কুষ্ঠরোগীকে স্পর্শ করেছিলেন, যে স্পর্শ সমাজ তখন ঘৃণ্য ও নিষিদ্ধ বলে মনে করত। তিনি অন্ধের চোখ খুলে দিয়েছিলেন, পক্ষাঘাত গ্রস্তকে শুধু হাঁটার শক্তিই দেননি, দিয়েছেন ক্ষমা ও নতুন জীবনের আশা। রক্তস্রাবগ্রস্ত নারীকে তিনি সুস্থ করেছেন, তার বিশ্বাসকে সম্মান দিয়েছেন এবং তাকে জনসম্মুখে মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছেন। যিশু রোগীদের সুস্থ পাশাপাশি তাদের আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধার করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের শেখায়, রোগীর যত্ন মানে কেবল চিকিৎসা নয়; এটি মানুষের পূর্ণতা ফিরিয়ে দেওয়ার এক প্রক্রিয়া। এই বিশ্বাস থেকেই কাথলিক মণ্ডলী যুগে যুগে রোগীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। মণ্ডলীর ইতিহাসে হাসপাতাল, ক্লিনিক, লেপ্রসি সেন্টার, বৃদ্ধাশ্রম ও পুনর্বাসন কেন্দ্র কেবল সামাজিক উদ্যোগ নয়; এগুলো খ্রিস্টীয় ভালোবাসার এক জীবন্ত সাক্ষ্য। ফাদার-সিস্টার ও ব্রতধারীরা রোগীদের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করেছেন, সাক্রামেন্ত প্রদান করেছেন এবং নিরবে-নিভৃতে সেবার মাধ্যমে খ্রিস্টের উপস্থিতি প্রকাশ করেছেন। রোগীলেপন সাক্রামেন্ত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় অসুস্থতার মধ্যেও ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের পরিত্যাগ করেন না। এই সাক্রামেন্ত রোগীকে শক্তি দেয়, শান্তি দেয় এবং খ্রিস্টের যন্ত্রণার সঙ্গে তার কষ্টকে একত্রিত করে। খ্রিস্টের শিক্ষার আলোকে রোগীদের প্রতি আমাদের কয়েকটি দায়িত্ব:

১. রোগীর মানবিক মর্যাদা রক্ষা করা: পবিত্র বাইবেল ঘোষণা করে, মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। অসুস্থতা কারো মর্যাদা কমায় না। মণ্ডলীর শিক্ষা অনুযায়ী অসুস্থ ব্যক্তিরা কোন করুণার বস্তু নয়, সম্মানের দাবিদার। সমাজে রোগীকে তুচ্ছ না করে সমান মানুষ হিসেবে গ্রহণ করাই আমাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব।

২. রোগীর কষ্ট মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ: যিশু মানুষের আর্তনাদ উপেক্ষা করেননি। রোগীরা অনেক সময় কথা বলার মানুষ খোঁজে। মণ্ডলী পালকীয় সেবায় শোনাকে গুরুত্ব দেয়। বাস্তবে

ব্যস্ততার কারণে এই দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি অবহেলিত হয়।

৩. রোগীর একাকীত্ব ভাঙা: অসুস্থতা মানুষকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। পবিত্র বাইবেলে আমরা লক্ষ্য করি, একা থাকা মানুষের জন্য ভালো নয়। মণ্ডলীর শিক্ষা অনুযায়ী আমাদের উপস্থিতিই এক ধরনের সেবা। সমাজে রোগীদের পাশে থাকা মানুষ কমে যাচ্ছে এটাই বড় বাস্তবতা। তাই আমাদের দায়িত্ব রোগীদের সাথে কিছুটা সময় ব্যয় করা।

৪. শারীরিক প্রয়োজনের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া: যিশু ক্ষুধার্তকে খাদ্য ও অসুস্থকে সুস্থতা দিয়েছেন। রোগীর ওষুধ, বিশ্রাম ও পরিচর্যার প্রয়োজন বাস্তব। মণ্ডলী দেহ ও আত্মা দু'টির যত্নে বিশ্বাসী। সামাজিকভাবে অবহেলা রোগকে আরও জটিল করে তোলে।

৫. দরিদ্র রোগীদের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব পালন: যিশু দরিদ্র ও অসহায়দের অগ্রাধিকার দিয়েছেন। মণ্ডলী সামাজিক ন্যায়ের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যসেবার কথা বলে। বাস্তবে অর্থে অভাবে বহু রোগী চিকিৎসা পায় না এটি আমাদের বিবেকের কাছে বড় একটি প্রশ্ন। তাই দরিদ্র, অভাবী ও দুস্থ মানুষের সেবায় আমাদের যথাসাধ্য দান করা উচিত।

লুর্দের রাণী মারীয়া : রোগীদের মাতা

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের লুর্দে, এক দরিদ্র ও অসুস্থ কিশোরী বার্নাদেত্তা সুবিরুর কাছে কুমারী মারীয়ার আবির্ভাব ঘটে। এই আবির্ভাব কোনো রাজকীয় প্রাসাদে বা ধর্মীয় ক্ষমতার কেন্দ্রে হয়নি; হয়েছে এক সাধারণ গুহায়, মাসাবিয়েল গুহায়। এই স্থান নির্বাচনই ঈশ্বরের এক গভীর বার্তা বহন করে তাঁর করুণা প্রথমে পৌঁছায় দুর্বল, দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের কাছে। মারীয়া সেখানে নিজেকে পরিচয় দেন "আমিই অমলোদ্ভবা" হিসেবে এবং প্রার্থনা, তপস্যা ও অনুতাপের আহ্বান জানান। লুর্দের আবির্ভাবের সঙ্গে যুক্ত অলৌকিক ঝর্ণা আজও সারা বিশ্বের রোগীদের কাছে আশার প্রতীক। অসংখ্য মানুষ প্রতিবছর এখানে আসে শারীরিক আরোগ্যের প্রত্যাশায়, আবার অনেকে আসে অন্তরের শান্তির খোঁজে। যদিও সব রোগ অলৌকিকভাবে সারে না, তবু লুর্দ এমন এক বিশ্বাসের স্থান হয়ে উঠেছে যেখানে মানুষ ঈশ্বরের সান্নিধ্য গভীরভাবে অনুভব করে। এখানে আরোগ্য কেবল দেহের সুস্থতা নয়; অনেক সময় প্রকৃত আরোগ্য ঘটে মানুষের হৃদয়ে, যেখানে ভয় পরাজিত হয় বিশ্বাসের কাছে। লুর্দের রাণী মারীয়া রোগীদের মা হিসেবে পরিচিত। কারণ তিনি নিজেই যন্ত্রণার পথ অতিক্রম করেছেন। নাজারেথের অতি সাধারণ জীবন থেকে শুরু করে কালভেরীর ক্রুশ পর্যন্ত তাঁর যাত্রা ছিল অসহ্য যন্ত্রণা ও কষ্টে ভরা কারণ তিনি নিজে চোখে তার পুত্রের মৃত্যুযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করেছেন তবুও বিশ্বাসে অটল থেকেছেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে রোগীদের কষ্ট গভীরভাবে বোঝার এক অনন্য ক্ষমতা দিয়েছে। তাই মণ্ডলী মা মারীয়াকে রোগীদের আশ্রয়, দুঃখিতদের সান্ত্বনা ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করেছেন। একজন মা যেমন সন্তানের কষ্ট উপেক্ষা করতে পারেন না, তেমনি মা মারীয়াও রোগীদের আহ্বান ও অনুনয় উপেক্ষা করেন না। আজকের বিশ্বে, যেখানে সাফল্য, কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতাকে মানুষের মূল মূল্যবোধ হিসেবে দেখা হয়, সেখানে রোগীরা অনেক সময় অদৃশ্য হয়ে যায়। অসুস্থ মানুষকে বোঝা মনে করা হয়, তার উপস্থিতি এড়িয়ে চলা হয়। এই বাস্তবতায় লুর্দের রাণী মারীয়ার বার্তা আমাদের জন্য এক তীব্র চ্যালেঞ্জ। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন মানুষের মূল্য তার সক্ষমতায় নয়, তার অস্তিত্বে ও ভালবাসায়। শয্যাশায়ী, দুর্বল, অসুস্থ মানুষও ঈশ্বরের চোখে সমান মর্যাদাবান।

রোগীদের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং লুর্দে রাণী মারীয়ার আহ্বান: রোগীদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব তাই কেবল আবেগের বা আশ্বাসের বিষয় নয়; এটি দায়িত্বশীল ভালোবাসার আহ্বান। পরিবারে অসুস্থ সদস্যের যত্ন নেওয়া, ধৈর্যের সঙ্গে তার কথা শোনা, তার ভয় ও দুশ্চিন্তা ভাগ করে নেওয়াই খ্রিস্টীয় সেবার অংশ। অনেক সময় রোগীর পাশে নীরবে বসে থাকা, তার হাত ধরে রাখা, তার সঙ্গে প্রার্থনায় যুক্ত হওয়া এই ছোট কাজগুলোই তাদের জীবনে গভীর শক্তি জোগায়। সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও রোগীদের প্রতি দায়িত্ব অপরিসীম। সবার জন্য চিকিৎসা নিশ্চিত করা, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া, মানসিক রোগীদের প্রতি সম্মানজনক ও মানবিক আচরণ করা এসবই ন্যায়ভিত্তিক সমাজের লক্ষণ। খ্রিস্টীয় দৃষ্টিতে কোনো সমাজ তখনই সত্যিকারের মানবিক হয়ে ওঠে, যখন সে তার সবচেয়ে দুর্বল সদস্যদের সুরক্ষা দিতে সক্ষম হয়। রোগীকে অবহেলা করা মানে মানবতাকেই অস্বীকার করা। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে রোগ মানেই হতাশা নয়। সাধু পল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, কষ্ট আমাদের ধৈর্য ধরতে শেখায়, ধৈর্য জন্ম দেয় আশার। অনেক রোগী তাদের অসুস্থতার মধ্যেই ঈশ্বরকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে, জীবনের অর্থ নতুন করে উপলব্ধি করে। লুর্দের রাণী মারীয়া এই আশার এক জীবন্ত প্রতীক। তিনি দেখান, অন্ধকারের মাঝেও ঈশ্বরের আলো জ্বলে থাকে, আর সেই আলো মানুষের হৃদয়কে আলোকিত করতে পারে। রোগীদের যত্ন নেওয়া তাই এক পবিত্র ও মহান দায়িত্ব, যা আমাদের বিশ্বাসকে বাস্তবিক রূপদান করে। এটি কেবল মানবিক কাজ নয়; এটি উপাসনারই এক রূপ। যখন আমরা একজন রোগীর পাশে দাঁড়াই, তখন আমরা খ্রিস্টের ক্রুশের কাছেই দাঁড়াই। যখন আমরা তার চোখের জল মুছি, তখন আমরা যেন মারীয়ার মাতৃস্নেহেরই অংশীদার হই। এই সেবার মধ্য দিয়েই আমাদের বিশ্বাস জীবন্ত হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, লুর্দের রাণী মারীয়া আমাদের প্রতি এক গভীর আহ্বান জানান রোগীদের মধ্যে খ্রিস্টকে দেখতে এবং তাঁকে উপলব্ধি করতে, কষ্টের মাঝেও ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে এবং ভালোবাসার মাধ্যমে আরোগ্যের বার্তা ছড়িয়ে দিতে। এই আহ্বান গ্রহণ করাই আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের সত্যতা। রোগীদের পাশে দাঁড়ানো মানে শুধুই তাদের সেবা করা নয়; এটি আমাদের নিজেদের হৃদয়কেও রূপান্তরিত করে। **হে লুর্দের রাণী মারীয়া, রোগীদের মা, আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, যেন আমরা কষ্টভোগীদের পাশে দাঁড়িয়ে যিশু খ্রিস্টের প্রেমের বিশ্বস্ত সাক্ষী হতে পারি।**

(১৭ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

মানুষকে ভালোবাসতে হবে নিজের মত করে। একটা ছোট্ট গল্প- "এক বৃদ্ধাশ্রমে চারজন ব্যক্তি গভীর রাতে ঘুমুতে গেলেন। এসময়, গেইট থেকে শোনা গেল কান্না আর চিৎকার। কাজের মহিলা বলছে, বাবারে, আমাকে বাঁচান। আমার মেয়ে আসন্ন প্রসবা। দাইমা কিছুতেই প্রসব করাতে পারছে না। এক্ষুনি হাসপাতালে নিতে না পারলে তাকে বাঁচানো যাবে না। চারজন বৃদ্ধ ছুঁটে গেলেন বস্তিতে। গিয়ে দেখলেন সন্তান জন্ম নিয়েছে কিন্তু মেয়েটি তার সন্তান সহ মৃতপ্রায়। তারা সেই শীতের রাতে রাস্তা থেকে একটা ভ্যান নিয়ে এলেন। মেয়েকে ভ্যানে শোয়ানো হলো। একজন শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন। চালক নেই তাই তারা ভ্যান ঠেলে ৩ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিল অনেক কষ্টে। হাসপাতালের ডাক্তার রোগিদের ভর্তি করে নিলেন। তারা সারারাত সেখানে অপেক্ষা করলেন। সকালে সুসংবাদ এলো। আনন্দে সবাই নেচে উঠল। আবার ফেরার পালা, ভ্যান ঠেলে তারা অনেক বেলায় ঘরে ফিরে এলো। একেই বলে ভালোবাসা। বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। সে হতে হবে প্রেমের, নির্ভরতার, ভালোবাসার হাত।

১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। এই সর্বজনীন উৎসবটি এখন সারা বিশ্বে ঘটা করে পালিত হয়। বিশেষ করে যুবক-যুবতিরা উৎসবমূখরভাবেই পালন করে থাকে। তাই বলে ভালোবাসা দিবস শুধু যুব সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। ভালোবাসা অতি মধুর শব্দ। তাই আমরা যেন ভালোবাসার মর্যাদা দেই। ভালোবাসা দিয়ে বিশ্ব জয় করা যায়। অনাথের মা মাদার তেরেজা মানুষকে ভালোবেসে আজ বিশ্বের প্রতিটি মানুষের অন্তরে চির জাগরুক হয়ে আছেন। ভালোবাসা সর্বদাই মঙ্গলময়। ভালোবাসা! বেঁচে থাকো চিরকাল।

ভালোবাসা ! বেঁচে থাকো চিরদিন

সুনীল পেরেরা

ভালোবাসার রঙ নেই, বর্ণ নেই। তবু ভালোবাসা উজ্জ্বল বর্ণময় হয়ে ওঠে দু'টি প্রাণের আত্মনিবেদনের ফলে। প্রকৃত আত্মদানই ভালোবাসার স্বরূপ। ভালোবাসা সমুজ্জ্বল, মহিমময় হয়ে ওঠে আত্মদানের মধ্য দিয়ে। প্রতারণা বা ছলনা করে ভালোবাসা যায় না। ভালোবাসতে হলে চাই শুদ্ধ হৃদয়। দু'টি মনের একাত্মতায়েই ভালোবাসা হয়। বর্তমান সমাজে প্রকৃত ভালোবাসার অভাবে কত হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে, কত সংসার নরকে রূপান্তরিত হচ্ছে। প্রকৃত ভালোবাসা স্বর্গ রচিত হতে পারে মর্তের পৃথিবীতে।

ভালোবাসতে হলে চাই সংলাপ। দু'টি প্রাণের একে অন্যের মন বুঝতে হলে হৃদয় দিয়ে হৃদয় বিনিময় করতে হবে। প্রাণ খুলে আলাপনেই প্রকৃত সুখ। নীরব ভালোবাসায় প্রকৃত ভালোবাসার প্রকাশ ঘটতে পারে না। একে অন্যের প্রতি ভালোবাসার হাত বাড়াতে হলে শুধু মনের ভাষাই যথেষ্ট নয়। প্রাণ খুলে বলতে হবে "আমি তোমাকে ভালোবাসি"। তবেই ভালোবাসার রঙ বিচ্ছুরিত হবে, বর্ণময় হয়ে ছড়িয়ে যাবে হৃদয় থেকে হৃদয়ে, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে।

সামান্য একটি কবিতা ও গান হতে পারে। সে গান যদি মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায়, মর্মে মর্মে হৃদয়কে স্পর্শ করে, আলোড়িত করে। তবেই সে গানে ভালোবাসা জাগরিত হয়, জনে জনে মন ছুঁয়ে যায়। গান হয়ে ওঠে ভালোবাসার মিলন-সেতু। গানটা যদি এমন হয়-

"আমি তোমাকেই ভালোবাসলাম
তাই সবাইকে ভালোবাসলাম।
তোমাকে দেখেই ভালোবাসা নিয়ে
দুঃখীর পাশে আসলাম
তাদের দুঃখে যে আমি কাঁদলাম
আমি তোমাকেই ভালোবাসলাম
তাই সবাইকে ভালোবাসলাম।"

সৃষ্টির প্রথম থেকেই মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মমত্বের ভালোবাসার প্রকাশ আমরা দেখি পবিত্র বাইবেলের আলোকে। জল প্লাবনে পৃথিবী ধ্বংসের পর ঈশ্বর ব্যথিত হলেন। তারপর অনুশোচনা করে বললেন, "আমি আর কখনো এমন ধ্বংসাত্মক কাজ করব না।" এটাই হলো ভালোবাসার প্রকাশ।

আরিমাথিয়ার যোসেফ আর নিকোদিম যিশুর দেহ কবর দিতে চেয়ে রাজরোষে পড়তে পারতেন। রাজদ্রোহীর মৃতদেহ সৎকার করতে গেলে কিংবা সম্মান দেখাতে গেলে রাজদ্রোহী রূপে চিহ্নিত হতে পারতেন। একজন সিনেটের সদস্য, অন্যজন ধনী যুবক। মহাযাজক কাইফা তথা মহাযাজক মহাসভা ক্রুদ্ধ হতে পারতেন, যিশুর মতই তাদের অভিযুক্ত করতে পারতেন। তারা মান-সম্মান সহ সবকিছু হারাতে পারতেন। যিশুর আপন শিষ্যেরা যেখানে সবাই বদ্ধ ঘরে খিল এটে বিপদের প্রহর গুনছেন ঠিক এই

সময় তারা দুই বন্ধু পঞ্চাশ সের সুগন্ধী নিয়ে যিশুর কবরে গেলেন শ্রদ্ধা জানাতে। যেখানে যিশুর জীবনকালে তারা ভয়ে যিশুর শিষ্য বলে পরিচয় দেন নি।

যিশুর মৃত্যুর পর সব চাইতে অনিশ্চিত পরিস্থিতি, সব চাইতে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তারা কাজ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে তারা যিশুর শিষ্য। ঘোষণা দিলেন যিশুকে তারা ভালোবাসেন। অথচ সে পরিস্থিতিতে এমন ভালোবাসা তো মহাদোষ! তারপরও তারা ভালোবাসায়, শ্রদ্ধায় আর পরম মমতায় যিশুকে সমাধিস্থ করলেন। যিশু এই ভালোবাসার চরম প্রকাশ ঘটালেন আমাদের জন্য ক্রুশীয় মৃত্যু গ্রহণ করে।

ভালোবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারটি দিয়েছেন স্বয়ং পিতা ঈশ্বর। পাপী মানুষকে পাপ থেকে পরিত্রাণ দান করার জন্য ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে পাঠালেন মানুষের সন্তান রূপে, মর্ত মানুষের মাঝে। মাতা মারীয়া ঈশ্বরের সেই অবর্ণনীয় মাধুর্যমণ্ডিত ভালোবাসার উপহারটি হাসি মুখে গ্রহণ করে মানব মুক্তির জন্য বিলিয়ে দিলেন। মানবপুত্র যিশু, মানুষ হয়ে মানুষের মাঝে বাস করলেন আর আপন জীবন অকাতরে বিলিয়ে দিলেন ক্রুশের উপর মানব পরিত্রাণের জন্য। যিশু বলেন, বন্ধুর জন্য জীবন দানের চেয়ে বড় ভালোবাসা আর কি আছে? আসুন আমরা যিশুকে ভালোবাসি, নিজেদের হৃদয়কে বিলিয়ে দেই যিশুকে ভালোবেসে।

শিল্পী মান্না দে মায়ের ভালোবাসা নিয়ে একটা গান গেয়েছেন। ঐ গান মায়ের প্রতি সন্তানের কৃতজ্ঞতার গান, ভালোবাসার গান।

মা, মাগো মা
আমি এলেম তোমার কোলে
তোমার ছায়ায় তোমার মায়ার
মানুষ হবো বলে।
আমার জন্যে সইলে তুমি অশেষ ব্যথা
বুঝিয়ে দিলে মা হওয়া নয় মুখের কথা
আমার কান্না হলো মধুর হাসি তোমার মন্ত্র বলে
মানুষ হবো বলে। মা, মাগো মা---------।

মনে রাখা দরকার যে প্রেম আর দ্রোহের সংমিশ্রণেই আমাদের জীবন। প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসা আমাদের জীবনকে অর্থবহ করে তোলে। এই ভালোবাসার জোরেই একে অন্যের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ভালোবাসাতেই জন্ম হয় বিশ্বাস। ভালোবাসার শক্তি অসীম। শুধু ভালোবাসা দিয়েই মানুষের মন জয় করা যায়। ভালোবাসা থাকলে তো হিংসা নেই, পরশ্রীকাতরতা নেই, খুনোখুনি নেই, চুরি-ডাকাতি নেই। ভালোবাসা থাকলে সম্মানবোধ-আছে-তাই ধর্ষণ নেই, রাহাজানী নেই, সন্ত্রাস নেই। ভালোবাসা থাকলে তো নরক নেই- ভালোবাসা আছে তো স্বর্গ আছে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধ। সেদিন কারও আহ্বানের অপেক্ষায় জনতা বসে থাকেনি। দেশকে ভালোবেসে, দেশের মানুষকে ভালোবেসে জনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরেছিল। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও একে অন্যের সাহায্য করেছে, সেবা করেছে আশ্রয় দিয়ে, খাদ্য দিয়ে। কত লক্ষ প্রাণ বলিদান হয়েছে। মা-বোন তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছে। সে তো মুক্তির জন্য, ভালোবাসার জন্য সম্ভব হয়েছে। কণ্ঠে ছিল একটি গান "একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি।" একাত্তর মানুষকে ভালোবাসা শিখিয়েছে, মানুষকে মানুষ হতে শিখিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সেই শিক্ষা অন্তর থেকে মুছে ফেলেছি। প্রথম স্বাধীনতা ভুলে দ্বিতীয় স্বাধীনতার কথা বলছি। এতো আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজের ভালোবাসাকে অস্বীকার করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

(বাকি অংশ ১৬ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

প্রেমের মাহাত্ম্য

ব্রাদার মার্টিন বিশ্বাস সিএসসি

১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। এই দিনটিকে বিশ্বব্যাপী ভ্যালেন্টাইন্স ডে হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। এই দিনে স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা-ভাইবোন, প্রিয় বন্ধুরা মিলিত হয় ভালোবাসার বন্ধনে। আগে ভ্যালেন্টাইন্স ডে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র বা পাশ্চাত্য সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে বিশ্বব্যাপী আনন্দ উন্মাদনার সঙ্গে পালন করা হয়। কালের পরিক্রমায় ভালোবাসা এক অসীম মাহাত্ম্যের নাম যা দ্বারা সমস্তই সম্ভব। ভালোবাসার জ্বলন্ত উদাহরণ প্রভু যিশু খ্রিস্ট যিনি নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদের ভালোবেসে নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। সৃষ্টির ইতিহাস থেকে আজ পর্যন্ত এই ভালোবাসার দ্বারাই সমস্ত অসাধ্য সাধন করছে মানুষ। ভালোবাসা হল এক ঐশরিক দান, ভালবাসা ধৈর্য ধরে, ভালবাসা দয়া করে, ভালবাসা ঈর্ষা করে না, অহঙ্কার বা গর্ব করে না। ভালবাসা কোন অভদ্র আচরণ করে না। ভালবাসা স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা করে না, কখনও রেগে ওঠে না, অপরের অন্যায় আচরণ মনে রাখে না। ভালবাসা কোন মন্দ বিষয় নিয়ে আনন্দ করে না, কিন্তু সত্যে আনন্দ করে। ভালবাসা সব কিছুই সহ্য করে, সবকিছু বিশ্বাস করে, সবকিছুতেই প্রত্যাশা রাখে, সবই ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করে। ভালবাসার কোন শেষ নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে আর এদের মধ্যে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ *(করি ৪:১৩)*। পবিত্র বাইবেল থেকে ভালোবাসার বিভিন্ন প্রকার ভেদ পাওয়া যায় সৃষ্টির শুরু করে ঈশ্বর তার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে গেছেন। প্রথম আদম ও হবা পিতা ঈশ্বরের প্রতি যে অবাধ্যতার ফলে পাপ করেছিলেন তা থেকে যে পাপের সূচনা করেছিলেন প্রভু যিশু জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে জগতে মুক্তি এনেছেন এবং আমাদের পাপ মুক্ত করেছেন।

একেক জনের কাছে ভালোবাসা একেক রকম, প্রেমও একেক জনের কাছে ধরা দেয় একেক রূপে আর রং নিয়ে। তাই বলা যায় ভালোবাসারও রং রয়েছে। যে ভালোবাসা মন রাঙ্গায়, আবেগ, অনুভূতি জন্মায়, নিজেকে জানতে ও বুঝতে শেখায়। তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসো যেমন আমি তোমাদের ভালোবেসেছি যা দেখে সবাই যেন বুঝতে পারে তোমরা আমার শিষ্য *(যোহন ১৩:৩৪)*। আর তাই এই ভালোবাসার সূচনা যা স্বয়ং প্রভু যিশুই করেছেন যা আমাদেরও দায়িত্ব পরস্পরকে শ্রদ্ধার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করা ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে। পূণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন যে, অতীতকে কৃতজ্ঞতার সাথে, বর্তমানকে ধৈর্যের সাথে ও ভবিষ্যতকে আশার সাথে দেখুন; তবেই ভালোবাসার মাহাত্ম্য প্রকাশিত হবে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় প্রেমের ছয়টি ধরণ রয়েছে অ্যারোস (রক্তিম), লোডাস (নীল), স্টোরেজ (হলুদ), প্রাগমা (সবুজ), ম্যানিয়া (বেগুনি), এগেইপ (কমলা)।

অ্যারোস (রক্তিম): লালকে ভালোবাসার রং বলেই জানে সবাই। এই ধরনের ভালোবাসায় পারস্পরিক আকর্ষণ, মনোযোগ, মূল্যবোধ তীব্রতর থাকে। বাহ্যিক সৌন্দর্য এখানে অনেক বেশী গুরুত্ব পায়। এখানে এককেন্দ্রিকতা প্রকাশ পায় এবং পৃথিবীর সব সম্পর্ক থেকে নিজেদের সম্পর্ককে সেরা মনে করেন দুজনেই।

লোডাস (নীল): লোডাস শব্দটি ল্যাটিন যার অর্থ খেলা করা। এ ধরনের প্রেম বলতে সময়ের প্রয়োজনে আসে ও সময়ের প্রয়োজনে তা আবার ফুরিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে নিয়ম তান্ত্রিক যোগাযোগ হলেও প্রতিশ্রুতি, বিশ্বাস, আস্থার ভিত্তি নেই এখানে। সহজ কথায়, আকর্ষণ সহজেই বিকর্ষণে রূপান্তর হয় ও সহজেই প্রেমিক যুগল আলাদা হয়ে যায়।

স্টেরেজ (হলুদ): গ্রিক শব্দ স্টেরেজ অর্থ বন্ধুত্ব। বর্তমান সময়ে এ ধরনের সম্পর্ক খুব প্রচলিত। মিষ্টি এ সম্পর্কের শুরু বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে। ধীরে ধীরে পারস্পরিক ভালো লাগা, মমতা, গুরুত্ব, যত্ন ও মূল্যবোধ বাড়তে থাকে। এক'সময় দু'টি পক্ষ থেকেই বন্ধুত্বকে প্রেমে রূপদানের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। শেষমেষ যা রূপ নেয় গভীর প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে এটি উত্তম। কারণ এ ধরনের সম্পর্কে কোনো দ্বিধা ও জড়তা থাকে না।

প্রাগমা (সবুজ): প্রাগমা অর্থ বাস্তবতা বা বাস্তব। সাধারণ ভাষায় এ ধরনের প্রেমকে বলা হয় ম্যাচিউর লাভ। নীলচে ও হলুদ ভালোবাসার সংমিশ্রণ এটি। এ ধরণের প্রেমে সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভালো লাগা বা আবেগের চেয়ে বাস্তব প্রেক্ষাপট, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, যুক্তি, নিরাপত্তা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মর্যাদার প্রাধান্য সবার আগে।

ম্যানিয়া (বেগুনি): সহজ কথায়; উদ্দেশ্যমূলক ভালোবাসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বার্থ উদ্ধার, হিংসা ও ক্ষতি করার মানসিকতা থেকে এ অস্থিতিশীল ও পরিবর্তনশীল প্রেমের জন্ম। এ ধরনের ভালোবাসা বর্তমান সময়ে বেশিই দেখা যায় যা সমাজের জন্যে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং যা ব্যক্তিকে বিপদের দিকে ঠেলে দেয়। শুধুমাত্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুবক, যুবতিরা বিভিন্নভাবে অন্যকে প্রলোভিত করে এবং ক্ষতি সাধিত হয়।

এগেইপ (কমলা): ত্যাগী মনোভাব, বিশ্বাস ও সত্যতা এ ভালোবাসার মূল ভিত্তি। ঐশরিক এ প্রেম জীবনে কল্যাণ ও শান্তি বয়ে আনে। একথায় ভালোবাসার সেরা দুটি রং লাল ও হলুদ মেশানো এ প্রেমকেই বলে নির্মল ভালোবাসা।

প্রকৃত ভালোবাসার শেষ নেই আর সবাই তা প্রকাশও করতে পারে না যেমন যিশু মানুষকে ভালোবেসেছেন আর দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ দুটি আদেশ যার মধ্যে সমস্তই নিহিত। 'গুরু, বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে মহান আদেশ কোনটি? যিশু তাঁকে বললেন, তোমার সমস্ত অন্তর ও তোমার সমস্ত প্রাণ ও মন দিয়ে তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে। এটিই হচ্ছে সর্বপ্রথম ও মহান আদেশ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এরই অনুরূপ, তুমি নিজেকে যেমন ভালবাসো, তেমনি তোমার প্রতিবেশিকেও ভালবাসবে। সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা ভাববাদীদের সমস্ত শিক্ষা, এই দুটি আদেশের উপর নির্ভর করে *(মথি ২২: ৩৭-৩৯)*। তাহলে এই ভালোবাসা প্রভু যিশুই আমাদের শিখিয়েছেন তার সন্তান হিসাবে আমাদেরও উচিত ভালোবাসা নিয়ে তাঁর আদেশ মান্য করা ও তাঁর দেখানো পথে চলা।

তথ্যসূত্র: বাংলা নিউজ, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

ভালোবাসার চিঠি
সপ্তর্ষি

চিঠি তো নয় যেন আমার হৃদয়ের ডায়েরীতে
পাতায় পাতায় রেখেছি এঁকে তোমার ছবিতে
নদী যেমন ভালোবাসে তার দুই পাশের তীর
ভালবাসে আকাশ নীল
ভালবাসি তোমায় শর্তহীন।

দুই চোখে তোমার যেন দেখি আমি স্বর্গের ছবি
তোমার হাসিতে মুছে যায় আমার সব ক্লান্তি
প্রতিটি দিনের শুরু হয় মোর তোমার ভাবনায়
তুমি পাশে থাকো যখন দুঃখগুলো দূর হয়ে যায়।

তোমাকে নিয়ে লিখি কবিতা তুমি গানের কথা
তোমাকে ছাড়া প্রতিটি শব্দ হয় যেন দিশেহারা
তোমার চোখেতে খুঁজে পাই জীবনের ছবি
আমার লেখা সব গান তোমার কণ্ঠে শুনি।

যদি আমি হারিয়ে যাই জনসমুদ্রের ভীড়ে
তোমার গানের কণ্ঠ আমায় আনবে ফিরিয়ে
তুমি তো আমার আশ্রয় তুমি তো মোর নির্ভর
আমার ঠিকানা হবে তোমার ভালবাসার ঘর।

চিঠি আমার রেখে দিও তোমার হৃদয় গহীনে
সবার আড়ালে বাসব ভালো তোমায় জড়িয়ে
যেখানে কেবল থাকবো আমি একা লুকিয়ে
নতুন করে লিখব প্রেমের কবিতা আজীবন ধরে।

ভুল সংশোধনী

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গত ৪ নং সংখ্যায় প্রচ্ছদ কভারে **১-৭ জানুয়ারি** পরিবর্তে **১-৭ ফেব্রুয়ারি** পড়তে হবে। আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

সম্পাদক-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী।

নতুন গির্জা নির্মাণ ও পুরাতন গির্জা সংস্কার বিষয়ক নীতিমালা

(গত ৪ সংখ্যার পরবর্তী অংশ...)

ফাদার ইউজিন জে. আনজুস সিএসসি

এ ক্ষেত্রে প্রধান দুটি বিষয় বিবেচ্য হওয়া উচিত। প্রথমত, সাধুসাধ্বীদের প্রতি ভক্তির বিষয়টি যেন খ্রিস্টের পরিত্রাণদায়ী রহস্যের অনুষ্ঠানকে ছাপিয়ে না যায় এবং গির্জা বা উপাসনা-স্থলে লৌকিক ভক্তিমূলক প্রচলনকে উৎসাহিত করার জন্য অনেক বেশী মূর্তি বা প্রতিকৃতি যেন ভক্তমণ্ডলীর জন্য মনোযোগ মূল উপাসনা থেকে বিক্ষিপ্ত না করে, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দ্বিতীয়, বাংলাদেশের বহুধর্মীয় বাস্তবতায় *(context of religious plurality)* ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনার দিকটি সম্বন্ধে সচেতন থাকা বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে আমরা প্রধান দু'টি ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে বাস করি। তাদের মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী যারা, তারা 'তাওহিদ' অর্থাৎ আল্লাহ্ এক এবং তাঁর কোন শরিক নেই–এই বিশ্বাসকে সর্বাগ্রে স্থান দেন। আমাদের উপাসনায় ও উপাসনালয়ে মূর্তি ও প্রতিকৃতি রাখা এবং এগুলোর প্রতি ধূপারতি করা, ফুল দিয়ে সাজানো ও মোমবাতি প্রজ্বলন ও প্রার্থনা করাকে তারা মূর্তি পূজার সামিল মনে করেন, যা তারা ঘৃণা করেন। দ্বিতীয়ত, এদেশের অপর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হল সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের, যারা বিশ্বাস করেন যে, বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণে নির্দিষ্ট দেবতার মূর্তি 'জাগ্রত' হয় এবং সেই মূর্তির মাঝেই সেই দেবতার পূজা করা হয়। আমাদের ভক্তির বাহ্যিক প্রকাশগুলো তাদের কাছে একই পর্যায়ের মনে করে তারাও ভুল ধারণা করে। এগুলোকে এক কথায় বলা যায় "বিপরীত সাক্ষ্য" *(counter witness)*। তাই, গির্জায় একাধিক মূর্তি রাখার বিষয়ে উপরোক্ত নির্দেশিকার প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমাদের গির্জা বা উপাসনালয়ে, কিংবা তীর্থস্থানগুলোতে মূর্তি বা প্রতিকৃতি রাখলেও আমরা যে "মূর্তি পূজা" করি না – এ বিষয়টি যথার্থ ও সঠিক ভাবে প্রকাশ করা আবশ্যক।

(৩) 'বিশেষ প্রয়োজন আছে' এমন ভক্তজনদের স্থান *(Space for people in special needs)*: ভক্তজনগণের মধ্যে বয়স্ক এবং শিশুরাও রয়েছে এবং তাদের উভয়েরই বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বয়স্কদের জন্য ওঠা-নামা করার জন্য সিঁড়ি কিংবা হুইল চেয়ার ব্যবহার করার মতো রাস্তা *(pathway without steps)* এবং মা-বাবা সহ শিশুদের জন্য পৃথক স্থান রাখা বিবেচনা যোগ্য। ঢাকার আজমপুর, উত্তরায় ডন বস্কো সালেসিয়ানদের সম্প্রতিকালে নির্মিত গির্জায় হুইল চেয়ার ব্যবহারের জন্য পথ এবং শিশুদের জন্য কাঁচের পার্টিশন দেয়া পৃথক জায়গা রাখা হয়েছে যা একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

এ বিষয়ে জেমস ও সুজান হোয়াইট তাই উল্লেখ করেছেন :

"The church professes to welcome all people to the service. Yet many buildings, physically barriers deny them entrance. It is a strange self-contradiction when we invite people and then prevent their entrance… At stake here is vital issue of justice, the need for the church to affirm the full human worth of all individuals. By denying access to some and restricting degree of participation to others, we essentially deny their full worth" (Church Architecture, Building and Renovating).

এই বিষয়টি শুধু বিশেষ প্রয়োজন আছে এরূপ ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করার বিষয় নয়, বরং খ্রিস্টমণ্ডলী যে ন্যায্যতার কথা ঘোষণা করে, তা বাস্তবে অনুসরণ করার বিষয়। ঐশরাজ্যের উপমায় খ্রিস্ট নিজেই বলেছেন : "যাও, এক্ষুনি শহরের পথে ঘাটে অলিতে গলিতে যাও; যত গরিব, পঙ্গু, অন্ধ আর খোঁড়া লোকদের এখানে নিয়ে এসো" (লুক ১৪: ২১)। এর অপর একটি দৃষ্টান্ত হলো ঢাকার আসাদ গেইট, মোহম্মদপুরের সেন্ট খ্রিস্টিনা গির্জা এই গির্জা দোতলায়, আর এতে ওঠা-নামার জন্য একদিকে সাধারণ সিঁড়ি আর অপর দিকে 'ঢালু রাস্তা' *(ramp)* রাখা হয়েছে যেন বয়স্ক এবং যারা হুইল চেয়ার ব্যবহার করেন তাদের অসুবিধা না হয়। আরও অনেক গির্জায় এরূপ ব্যবস্থা থাকতে পারে বলে আমি মনে করি। এর মধ্য দিয়ে মণ্ডলী সবাইকে সাদরে অভ্যর্থনা করে। এ জন্য ধর্মপল্লী গুলোতে প্রতিষ্ঠিত অভ্যর্থনাকারী বা *Instituted Ushers* থাকা প্রয়োজন, যাঁরা 'বিশেষ প্রয়োজন আছে' এমন ভক্তজনদেরকে সাহায্য করবেন, তাতে সেই সকল ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করবে প্রভুর গৃহে এবং পুণ্যভোজে তারাও নিমন্ত্রিত!

(৪) আলোর ব্যবস্থাপনা *(Lighting Arrangements)*: এখানে যজ্ঞবেদী ও উপাসনায় ব্যবহৃত মোমবাতির কথা বলছি না, গির্জাঘরের অভ্যন্তরের আলোর ব্যবস্থাপনা lighting arrangement-এর কথা বলছি। বিভিন্ন কারণে গির্জার অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত, কিন্তু উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থাপনা একটি জরুরী প্রয়োজন। উপাসনায় ব্যবহৃত বাতির আলোর মতোই গির্জাঘরের আলোর প্রতীকী অর্থ হলো চির আলোকময় স্বর্গরাজ্যের প্রতিচ্ছবি। আবার 'প্রাক্টিক্যাল' দিক থেকে উপাসনা অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং ভক্তজনদের উপাসনায় 'সম্পূর্ণ, সচেতন ও সক্রিয়' ভাবে অংশগ্রহণের জন্যও আলোর ব্যবস্থাপনা খুবই জরুরী একটি বিষয়। আলো যদি পর্যাপ্ত না হয় তাহলে পরিচালক ও ভক্তজনদের উপাসনার পুস্তকাদি ব্যবহারে বিঘ্ন ঘটবে, আবার তা যদি অতি উজ্জ্বল বা চোখ ধাঁধানো হয়, তাহলেও তা অসুবিধা সৃষ্টি করে। একই ভাবে আলোর উৎস (বাতি) যদি সঠিক জায়গায় না হয় তা হলে প্রতিবিম্ব বা ছায়া সৃষ্টি করে এবং বিশেষ ভাবে বাণী-ঘোষক ও উপাসনা পরিচালকের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করে। তাই, জেমস ও সুসান হোয়াই উল্লেখ করেছেন :

"Planing the lighting in a church is far more than purely functional matter—it is both an art and a science. Indeed, the quality of the entire environment for worship will be heavily shaped by the provision made for lighting. Harsh light can spoil the best interiror; inadequate lighting can make hymn singing virtually impossible; and light in the wrong places may defeat or confuse the functions of the various spaces and centers" *(Church Architecture, Building and Renovating)*.

উপযুক্ত আলো এবং এর ব্যবস্থাপনা *(arrangement)* যেমন শৈল্পিক ও নান্দনিক *(artistic ও aesthetic)* পরিবেশ তৈরী করতে সহায়ক, যা উপাসনার ভক্তি-ভাব এবং মরমী *(mystic)* আবহ সৃষ্টি করতে সহায়ক, তেমনি অপরিকল্পিত অর্থাৎ ভুল জায়গায়, ভুল ধরণের বাতির ব্যবহার সেই পরিবেশ ও আবহকে নষ্ট করে। এজন্য শুধু অনেক দামী ঝাড় বাতিও বিঘ্ন সৃষ্টি করে। উপযুক্ত স্থানে সঠিক মাত্রার আলো ভক্তের হৃদয়-মনকে স্বর্গীয় চিন্তায় মগ্ন করে তুলতে সক্ষম। এ সকল কারণে নতুন গির্জা নির্মাণ ও পুরাতন গির্জার সংস্কারের ক্ষেত্রে আলোর ব্যবস্থাপনা ও বিন্যাসের পরিকল্পনাকেও গুরুত্ব দিতে হয়।

(৫) পুনর্মিলন সংস্কারের জন্য স্থান *(Space for Confession)*: খ্রিস্টীয় উপাসনায় পুনর্মিলন সংস্কার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খ্রিস্ট প্রভু প্রেরিতদূতদের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীকে পাপ ক্ষমা করার এক অনন্য উপহার প্রদান করেছেন, যখন সাধু পিতরকে বলেছেন :

"আমি স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি তোমারই হাতে তুলে দেব; পৃথিবীতে তুমি যা-কিছু বেঁধে রাখবে, স্বর্গেও তা বেঁধে রাখা হবে; আর পৃথিবীতে যা-কিছুর বাঁধন খুলে দেবে, স্বর্গেও তার বাঁধন খুলে দেওয়াই হবে" *(মথি ১৬: ১৯)*। *(চলবে)*

"পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও

ঘরে ফেরা

শহরের একটি ছোট্ট ড্রেনে থাকত এক ব্যাঙের পরিবার। বাবা ব্যাঙ, মা ব্যাঙ আর তাদের দুই ছানা। ড্রেনের পানি ছিল ময়লা আর দুর্গন্ধে ভরা। ছোট ব্যাঙের ছানারা সে পানিতে থাকতে একেবারেই পছন্দ করত না।

বৃষ্টি নামলেই তারা খুশিতে লাফিয়ে বেরোতে চাইত। বৃষ্টির টলটলে পানিতে ভিজতে ভীষণ ভালো লাগত তাদের। কিন্তু বাবা-মা বারবার শাসিয়ে দিত। না না, ড্রেনের বাইরে যেও না। রাস্তায় মানুষের পায়ের চাপা পড়তে পারো, কিংবা গাড়ির চাকায় পিষ্ট হতে পারো।

তবুও দুই ছানার মন ভরে না। একদিন বড় ছানাটি বাবাকে প্রশ্ন করল, বাবা, সব ব্যাঙ কি ময়লা পানিতেই থাকে?

বাবা ব্যাঙ একটু হেসে বলল, আরে না, অনেক ব্যাঙ থাকে ঝকঝকে পরিষ্কার পুকুরে। সেখানে পানি থাকে নির্মল, চারপাশে সবুজ গাছ আর খোলা জায়গা।

এ কথা শুনে ছানাটির মন খারাপ হয়ে গেল। সে স্বপ্ন দেখতে লাগল, একটা সুন্দর পুকুরে থাকবে, খোলা আকাশের নিচে বন্ধুদের সঙ্গে খেলবে, আনন্দে দিন কাটাবে।

সে বাবাকে আবার জিজ্ঞেস করল, বাবা, তুমি কীভাবে এই ড্রেনে এলে?

বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি ছোট থাকতে গ্রামেই থাকতাম। আমাদের পুকুর ছিল একেবারে স্বচ্ছ পানির। লাফিয়ে বেড়ানো, মাছেদের সঙ্গে খেলা, পুকুরপাড়ে গান গাওয়া, কী আনন্দই না ছিল।

কিন্তু একদিন খেলতে খেলতে ভুল করে একটা ট্রাকে উঠে পড়ি। ট্রাক এসে থামে এই শহরে। তারপর থেকেই এখানে আটকে আছি।

ছোট্ট ছানাটি বাবার গল্প শুনে আর ঘুমাতে পারল না। তার মনে শুধু পুকুরের ছবি ভাসতে লাগল। অবশেষে এক রাতে সে সাহস করে বাবাকে বলল, বাবা, চল না আমরা আবার গ্রামে ফিরে যাই।

বাবা চুপ করে রইল। কিছু বলল না। দিন গড়িয়ে গেল, কিন্তু ছানাটির আশা ফুরাল না।

কিছুদিন পর, এক রাতে বাবা ব্যাঙ সবার ঘুম ভাঙাল। ফিসফিস করে বলল, এসো সবাই, আজই চল।

চার ব্যাঙ একসঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল একটি ট্রাকের পেছনে। গাড়ি চলতে লাগল হুড়মুড়িয়ে। শহরের আলো পেছনে ফেলে ট্রাক এগিয়ে চলল; শহরের শেষ মাথা ছাড়িয়ে, গ্রামের পথে।

ভোরবেলায় ট্রাক গ্রামে এসে থামল। রাস্তার ধারে ছিল এক সুন্দর পুকুর। গাছপালা, পাখির গান আর ঝকঝকে স্বচ্ছ পানি দেখে ব্যাঙদের চোখ জুড়িয়ে গেল।

তারা আনন্দে লাফিয়ে নামল পুকুরে। ছানারা খুশিতে তিড়িং-বিড়িং করে লাফালাফি শুরু করল। মা-বাবার চোখে তখন শান্তি আর তৃপ্তির হাসি।

শহরের ময়লা ড্রেন ছেড়ে অবশেষে তারা পেল নিজেদের স্বপ্নের ঠিকানা।

শিক্ষা

যেখানে জীবন কষ্টময়, সেখান থেকে সাহস নিয়ে বেরিয়ে আসলেই পাওয়া যায় শান্তি আর সুখের ঠিকানা।

মেলা

রঙিন রঙিন মেলা বসে,
হাসি খুশির ঢেলা,
নাগরদোলায় ঘুরছে সবাই,
আনন্দ যেন খেলা।

বেলুন উড়ে আকাশ জুড়ে,
লাল আর নীল,
চুড়ির টুংটাং শব্দে ভরে
মেলারই এই নীল।

জিলাপি মিষ্টি, বাতাসা,
আইসক্রিমের হাসি,
পুতুল নাচে তালি পড়ে,
খুশিতে ভরে ভাসি।

হাত ধরাধরি বন্ধু সাথি,
মা-বাবা পাশে রয়,
মেলা মানেই আনন্দ দিনে
শৈশব হাসে রয়।

ছোটদের আসরের জন্য লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-পাঠক ও ছোট্টবন্ধুগণ,

'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। বিগত বছরে ছোটদের আসরের জন্য লেখা পাঠানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এই বছরও ছোটদের আসরের জন্য গল্প, কবিতা, ধাঁধা, জানা-অজানা ও অংকিত ছবি আমাদের ঠিকানায় পাঠানোর আহ্বান করছি। লেখা কম্পোজ করে পাঠালে SutonnyMJ ফন্টে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ,
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ,
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

– সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি

ইউফ্রেজী কস্তা গমেজ
সেন্ট ইউফ্রেজীস্ বালিকা স্কুল এণ্ড কলেজ
৮ম শ্রেণি

মহোৎসবে পালিত হলো অরিয়েন্টালের প্লাটিনাম জুবিলী

ফাদার প্লাসিড রোজারিও সিএসসি: গত ৩০-৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশ অরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট-এ পালিত হলো প্রতিষ্ঠানের প্লাটিনাম জুবিলী (৭৫ বর্ষপূর্তি)। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ কেভিন রান্ডাল। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও, বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রভিন্সিয়াল'সহ সংঘের ৪০ জন যাজক, বরিশাল ধর্মপ্রদেশের ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ, সেমিনারিয়ান ও নবিস ভাই-বোনেরা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ ও গণ্যমান্য অতিথিবর্গ। দুই দিনের অনুষ্ঠানসূচির উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিলো- জুবিলীর মহাখ্রিস্টযাগ, আরাধনা, প্রাক্তন পরিচালক ও কর্মীদের সম্বর্ধনা, বক্তব্যপর্ব এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৩০ জানুয়ারি বিকাল ২টায় মহাসমারোহে বাদ্যের তালে তালে প্রধান অতিথি'সহ অন্যান্য অতিথিদের অরিয়েন্টালে নিয়ে আসার পর শুরু হয় বরণ অনুষ্ঠান। প্লাটিনাম জুবিলীর স্মৃতিকে অম্লান রাখার জন্য যিশু হৃদয়ের বিশেষ জুবিলী মনুম্যান্ট উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় জুবিলীর আনুষ্ঠানিকতা। অতঃপর বেলুন উড়ানো, জুবিলী স্মৃতি ফলকে স্বাক্ষর করা এবং ফটো গ্যালারীতে স্মৃতি ধরে রাখার মধ্য দিয়ে বরণ অনুষ্ঠান সমাপন করে অতিথিগণ চলে আসেন মূল মঞ্চে। দ্বিতীয় পর্বে ছিলো মনোগ্রাম উন্মোচন, জুবিলী থিম সং এবং অতিথিদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি এবং অতিথিবৃন্দ জুবিলীর লগো উন্মোচন করার সাথে সাথে শুরু হয় থিম সং-এর সাথে বিশেষ নৃত্য। এরই সাথে অতিথিদের পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ ও ব্যাজ পড়িয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। সন্ধ্যায় সাক্রামেন্তের আরাধনার পর পরই প্রাক্তন পরিচালক ও কর্মীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। একই সাথে মণ্ডলীতে অবদানের জন্য বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে মরনোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হয়। রাতে ৭৫টি আতশবাজি উড়ানোর মধ্য দিয়ে সমাপন হয় প্রথম দিনের কর্মসূচি।

৩১ জানুয়ারি সকালে জুবিলীর মহাখ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের কর্মসূচি। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। তিনি তার উপদেশে অরিয়েন্টালের ঐতিহাসিক পটভূমি এবং এর অগ্রযাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের পরপরই শুরু হয় আগত অতিথিদের বক্তব্য অনুষ্ঠান। এতে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের বর্তমান পরিচালক ফাদার প্লাসিড রোজারিও সিএসসি; বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও, বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি; প্রধান অতিথি আর্চবিশপ কেভিন রান্ডাল'সহ আরও অনেকে। প্লাটিনাম জুবিলীকে কেন্দ্র করে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও একটি ঐতিহাসিক বই রচনা করেন যা এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করা হয়। এর পরপরই অতিথিদের হাতে জুবিলী ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। বক্তব্যপর্বের সমাপন লগ্নে ছিলো জুবিলী স্মরণিকার মোরক উন্মোচন। অতঃপর প্রীতি ভোজের মধ্য দিয়ে শেষ হয় সকালের অধিবেশন। বিকালের পর্বে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিলো বিপুল সমারোহ। বরিশালের বেশ কয়েকটি নৃত্যকলা একাডেমি এবং স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলা হয়। সন্ধ্যায় ছিলো আকর্ষণীয় ম্যাজিক শো। রাতের অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে আগত শিল্পীদের পরিবেশনায় কনসার্টের মধ্য দিয়ে জুবিলীর মহোৎসবের সমাপনী ঘটে।

বোর্ণী সেন্ট লুইস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সাগরী গমেজ: গত ২৬ ও ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে বোর্ণী সেন্ট লুইস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফাদার উত্তম রোজারিও বলেন, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, জয়-পরাজয় সহজভাবে গ্রহণ করা প্রভৃতি গুণ ক্রীড়ার মাধ্যমে সহজে অর্জিত হয়। এরপর প্রধান অতিথি বড়াইগ্রাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাননীয় লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌস ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ফাদার আন্তনী হাঁসদার শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার দিলীপ এস কস্তা, সভাপতি ফাদার আন্তোনি হাঁসদা, প্রধান শিক্ষক ফাদার উত্তম রোজারিও, শাখা প্রধান সিস্টার আসন্তা হাঁসদা, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগণ, বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষকগণ এবং অভিভাবকবৃন্দ। প্রধান অতিথি মহোদয় কর্তৃক কবুতর উড়ানো ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণার পর উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের ৩০ জন শিক্ষার্থী। পবিত্র বাইবেল, কোরআন শরীফ ও গীতা থেকে পাঠ-এর মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণ করা হয়। এরপর স্কাউট ও গার্লস গাইডের ছেলে-মেয়েরা বিশেষ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে। কুচকাওয়াজ প্রদর্শন শেষে শুরু হয় বিভিন্ন গ্রুপের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। শিক্ষার্থীরা অতি উৎসাহের সাথে বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে দর্শকবৃন্দকে আনন্দ দান করে। নার্সারি-পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্যও আকর্ষণীয় খেলার ব্যবস্থা করা হয়। সর্বশেষে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমাপনী ঘোষণা করেন প্রধান শিক্ষক ফাদার উত্তম রোজারিও।

দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

Daripara Christian Co-Operative Credit Union Ltd.

স্থাপিত: ৮ জুলাই ২০০৪ খ্রীঃ, রেজি. নং ৮৩/২০০৭ খ্রীঃ, সংশোধিত রেজি.নং-০৩/২০২১ খ্রীঃ,
সংশোধিত রেজি.নং-০৭/২০২৩ খ্রীঃ, ০৫/০২/২০২৩ খ্রীঃ
গ্রাম: দড়িপাড়া, ডাকঘর: কালীগঞ্জ, থানা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

পুনঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ব্যবস্থাপনা কমিটির ২৮তম মাসিক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিম্নলিখিত পদে দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী নিয়োগ প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট পদের জন্য যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য শর্তাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো।

ক্র নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন	আবেদনের যোগ্যতা
১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	১ জন	স্নাতক/ স্নাতকোত্তর	সর্বোচ্চ ৫০ বছর	পুরুষ/ মহিলা	আলোচনা স্বাপেক্ষে	ক্রেডিট ইউনিয়ন/ব্যাংক/আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাজে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে পযাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। বার্ষিক হিসাব বিবরণী ও বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। দৈনিক আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন ও হিসাব ভুক্তকরণ, ভ্যাট-ট্যাক্স, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার অপারেটিং এম এস ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, আউট লুক জ্ঞান থাকা জরুরি। বাংলা ও ইংরেজী টাইপিং এবং রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে। ক্রেডিটের সকল বিভাগের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
২	অফিসার	১ জন	স্নাতক	সর্বোচ্চ ৪৫ বছর	পুরুষ/ মহিলা	দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর বেতন স্কেল অনুযায়ী	ন্যূনতম স্নাতক / স্নাতকোত্তর, এম.বি.এ/ এইচ.এস.সি অতিরিক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি বিবেচিত হবে। কম্পিউটার অপারেটিং এম এস ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, আউট লুক জ্ঞান থাকা জরুরি। বাংলা ও ইংরেজী টাইপিং এবং রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে পারদর্শী হতে হবে।
৩	সহকারী অফিসার	২ জন	এইচ.এস.সি	সর্বোচ্চ ৩০ বছর	পুরুষ/ মহিলা	দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর বেতন স্কেল অনুযায়ী	নূন্যতম এইচ.এস.সি পাশ হতে হবে। ক্রেডিট ইউনিয়নে বা সম-মানের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার এ এম এস ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহারে দক্ষ থাকতে হবে। দড়িপাড়া ক্রেডিটের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ে কাজ করার মনমানসিকতা থাকতে হবে।

শর্ত ও নিয়মাবলী:

- ❒ লিখিত আবেদনপত্রসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র, চাকুরী অভিজ্ঞতার সনদপত্রের ফটোকপি, সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙ্গিন ছবি জমা দিতে হবে।
- ❒ দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর নিয়মিত সদস্য হতে হবে।
- ❒ অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
- ❒ ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বিবেচনা করা হবে।
- ❒ শিক্ষানবিসকাল ০৬ (ছয়) মাস। চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সমিতির পে-স্কেল ও পলিসি অনুযায়ী বেতন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুয়িটি প্রাপ্ত হবেন।
- ❒ ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শনো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ❒ আবেদন যাচাই/বাছাই সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- ❒ কর্মস্থল দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
- ❒ প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে।
- ❒ প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত কোন তথ্য বা কাগজপত্র অসত্য/ভুল প্রমাণিত হলে তার দরখাস্ত/নির্বাচন/নিয়োগ বাতিল করাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ❒ প্রার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
- ❒ আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, দুপুর ২:০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌছাতে হবে।
- ❒ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যেকোন আবেদন বাতিল/গ্রহণ করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। নিয়োগ সংক্রান্ত সকল বিষয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

শুভেচ্ছান্তে,

আগষ্টিন কস্তা
আহ্বায়ক, নিয়োগ কমিটি
দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

সোহেল থিউটনিয়াস রোজারিও
সচিব, নিয়োগ কমিটি
দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: আহ্বায়ক/সচিব, নিয়োগ কমিটি, দড়িপাড়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/২৯/২৬

বিবাহিত জীবনে ৭০ বছরে পদার্পণ

বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণ : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
সাধু যোহন গির্জা, তুমিলিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
পৌরহিত্য করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার যাকোব ভূরা (গমেজ)

পিটার পল গমেজ
সমবায়ী মাঠ কর্মী
জন্ম: ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: ধনুন, নাগরী
কালিগঞ্জ, গাজীপুর

মেরী রোজারিও
জন্ম : ১৪ জানুয়ারি, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: দড়িপাড়া (মনেগ বাড়ী)
কালীগঞ্জ, গাজীপুর

১। মেয়ে : ঝর্ণা গমেজ, স্বামী : সিলভেষ্টার সন্তোষ মণ্ডল
নাতনী- তিশা এবং নাতি- অপূর্ব (আমেরিকা)

২। ছেলে : জনি এডুওয়ার্ড গমেজ, বৌমা: পারুল গমেজ
নাতি- অর্ণব, নাতবৌ- স্নিগ্ধা, নাতি- জেভিয়ার
নাতনী- শ্রেয়া

৩। ছেলে : লিওনার্ড গমেজ, বৌমা: মনিকা গমেজ
নাতি- মাইকেল এবং নাতনী- মল্লিকা মেরী (আমেরিকা)

৪। ছেলে : বিপুব এন্ড্রু গমেজ, বৌমা: রোজলিন
নাতনী- টুইংকেল, নাতি- আদিত্য এবং এলেক্স (অস্ট্রেলিয়া)

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

বিজ্ঞ/২৭/২০২৬

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ০৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 05
Regd. No. DA-33
❖ 8 -14 January, 2026, ২৫ মাঘ - ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

২৫ বছরের ভালোবাসা, সেবা, শান্তি ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ

হলি ক্রস পাস্টোরাল অ্যান্ড রিট্রিট সেন্টার

হলি ক্রস পাস্টোরাল অ্যান্ড রিট্রিট সেন্টার (পশ্চিম ধরপাড়া, ফাদারটেক, ভাদুন, পূবাইল, গাজীপুর—১৭২০) হলি ক্রস ফাদারদের দ্বারা পরিচালিত একটি আধুনিক ধ্যানাশ্রম কেন্দ্র। ২৫ বছর ধরে বিশ্বাসের বিকাশে, আত্মার পুনর্জাগরণে, মানবিক সেবায় ও পাস্টোরাল নেতৃত্ব গঠনে এই সেন্টার হয়ে উঠেছে আশ্রয়, প্রশান্তি ও প্রেরণার এক বিশ্বস্ত ঠিকানা। এটি ঢাকা থেকে মাত্র দেড় ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত। সুন্দর সবুজে ঘেরা ও মনোরম পরিবেশ সেন্টারটিতে আধুনিক মানের সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

যেকোন খ্রিষ্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা সংঘ তাদের ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও গঠনমূলক ট্রেনিং, প্রোগ্রাম, ওয়ার্কশপ, রিট্রিট, ক্যাম্প ইত্যাদি আয়োজনের জন্য স্বল্প খরচ ও মানসম্মত খাবার নিশ্চয়তা দিচ্ছে সেন্টারটি।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- প্রশান্ত ও সবুজ প্রাকৃতিক পরিবেশ
- আধুনিক আবাসন সুবিধা
- আন্তরিক ও সহায়ক সার্ভিস টিম
- নিরাপত্তা ও পার্কিং সুবিধা
- সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চয়তা
- প্রার্থনার জন্য চ্যাপেল
- এসি/নন-এসি মাল্টিমিডিয়া হল রুম
- স্বাস্থ্যসম্মত ডাইনিং ও খাবারের ব্যবস্থা

আবাসন সুবিধাসমূহ

- সর্বমোট ১৮০ জনের থাকার সু-ব্যবস্থা রয়েছে
- সিঙ্গেল এসি রুম + হট ওয়াটার
- ডাবল এসি রুম + হট ওয়াটার
- কাপল রুম + হট ওয়াটার
- শেয়ার রুম + হট ওয়াটার

ANNIVERSARY 25 YEARS ANNIVERSARY

বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন

মোবাইল: ০১৭১৫০৬৬১৬২, ই-মেইল: cruzejames66@gmail.com
০১৭৭৫২৫৭১৭৮

বিজ্ঞ/২৬/২০২৬

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org